রাঁচি, শনিবার

11:11:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>038 >>24 Kartik 1430 >>

epaper.rashtriyakhabar.com

পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৩৮ >> << ২৪শে, কার্ত্তিক ১৪৩০>>

অভিনন্দন

কালী পুজা ও দীপাবলী উপলক্ষে পাঠক, পাঠিকা বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভেচ্ছুদের অভিনন্দন।

সম্পাদক

ছুটির খবর

কালী পুজা ও দীপাবলীর জন্য ১১-১৩ নভেম্বর আমাদের অফিস বন্ধ থাকবে। অতএব ১২-১৪ তারিখে কোনো প্রকাশনা হবে না। ১৫ তারিখে পুনরায় আপনারা আপনাদের প্রিয় খবর আপনাদের হাতে পাবেন।

সম্পাদক

বাজার দর

SENSEX : 64904.68 +72.48
NIFTY : 19425.35 +30.05

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	15.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17 .05 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 05 .59 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 73,100 টাকা./কিলো

মহুয়াকে বহিষ্কারের প্রস্তাব ৬-৪ ভোটে পাস কমিটিতে

নয়া দিল্লি ঃ স্পিকারের কাছে এথিক্স কমিটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তাতে মহুয়া মৈত্রকে বহিস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে।

এথিক্স কমিটি এই প্রস্তাব পাস করলেও এখনই মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যাচ্ছে না। স্পিকার এই প্রস্তাব নিয়ে পার্লামেন্ট আলোচনা করবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে মহুয়ার বহিস্কার নির্ভর করবে। যেহেতু লোকসভা বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, তাই তারা চাইলে মহুয়া সদস্যপদ হারাবেন। আগামী পার্লামেন্ট অধিবেশনে এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে। বস্তুত, বৃহস্পতিবার রিপোর্ট নিয়ে বৈঠকে বসেছিল এথিক্স কমিটি। সেখানে কমিটির কাছে মহুয়াকে বহিস্কারের সুপারিশ করেন কমিটির চেয়ারম্যান বিনোদ সোনকার। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সেই মতের সঙ্গে সহমত হন। ছয়জন প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। চারজন বিরোধিতা করেন। উল্লেখ্য, এই বিনোদ সোনকারের বিরুদ্ধেই চলতি সপ্তাহের গোড়ায় সরব হয়েছিলেন মহুয়া। কমিটির জিজ্ঞাসাবাদের টেবিল ছেড়ে বেরিয়ে গেছিলেন। মহুয়া অভিযোগ করেছিলেন, তাকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা হচ্ছে, যার সঙ্গে মূল বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু তাই নয়, তার অভিযোগ ছিল, বিনোদ সোনকার অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করেছেন। মৌখিকভাবে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে, এমন অভিযোগও করেছিলেন মহুয়া।

বিনোদ জানিয়েছিলেন, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যে প্রশ্ন করা প্রয়োজন, সেই প্রশ্নই তিনি করেছিলেন। মহুয়াই বরং অসাংবিধানিক শব্দ ব্যবহার করেছেন বলে পাল্টা অভিযোগ করেছিলেন তিনি।

অর্থের বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন করেছেন মহুয়া, এমন গুরুতর অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একাধিকবার সরব হয়েছেন মহুয়া। সংসদে আদানি গোষ্ঠীকে নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। সেই সমস্ত প্রশ্নই অর্থের বিনিময়ে তিনি করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

কাতারএ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আট ভারতীয়র প্রাণ বাঁচাতে উদ্যোগ নিচ্ছে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রক

কাতারঃ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কাতারএ আটক থাকা ভারতীয় নৌসেনার আট জন প্রাক্তন আধিকারিককে গত অক্টোবর মাসে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল কাতারএর আদালত। সেই রায়ের বিরুদ্ধে এবার পাল্টা আপিল করল ভারত।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার ৯ অক্টোবর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ওই রায়টি গোপনীয়। প্রাক্তন নৌসেনা আধিকারিকদের মৃত্যুদণ্ড রুখতে ভারতের তরফে সমস্ত রকম আইনি বিকল্প বিবেচনা করেই আপিল করা হয়েছে। এই ব্যাপারে কাতার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভারতের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে বলেও পররাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত এই আট জনের সঙ্গে আর এক দফা কূটনৈতিক যোগাযোগের সুযোগ পাওয়া গেছে। তাদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। আমরা ওদের সমস্ত রকম কূটনৈতিক এবং আইনি সহায়তা দেব। আমরা সকলের কাছে আর্জি জানাচ্ছি এমন একটি স্পর্শকতার বিষয়ে গুজব না রটানোর জন্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফে জানানো হয়েছে। ২০২২ সালের ৩০ অগাস্ট দোহা থেকে কাতার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি গ্রেফতার করেছিল আট জন ভারতীয়কে। ভারতের এই প্রাক্তন নৌসেনা আধিকারিকরা কাতারএর একটি সংস্থায় চাকরি করতেন। তাদের বিরুদ্ধে ইসরাইলএর হয়ে গুপ্তচরগিরি করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। এই এক বছরে একাধিকবার তাদের জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছে কাতারএর আদালত। তারপর অক্টোবর মাসে কোর্ট অফ ফার্স্ট ইনস্ট্যান্সএর তরফে তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইউক্রেনের সাথে সদস্যপদ সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করতে ইউরোপীয় কমিশনের সুপারিশ

টোকিও ঃ বুধবার ইউরোপীয় কমিশন বলেছে, ইউক্রেন কয়েকটি সংস্কার সমস্যা সমাধানের পরে সদস্য দেশগুলোকে তারা ইউক্রেনের সাথে সদস্যপদ নিয়ে আলোচনা শুরু করার সুপারিশ করেছে। রাশিয়া ইউক্রেনে পূর্ণ মাত্রায় আগ্রাসন শুরু করার চার মাস পর গত বছর ইইউ ইউক্রেনকে প্রার্থীর মর্যাদা দেয়। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ইইউ নেতারা একটি বৈঠকে ইউরোপীয় কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করবেন কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। বুধবার ইইউ পররাষ্ট্র নীতির প্রধান জোসেপ বোরেল বলেছেন, ইউক্রেন আমাদের ইউরোপীয় পরিবারের অন্তর্গত। বোরেল বলেন, দুঃখজনক পরিস্থিতি সত্ত্বেও আজকের সিদ্ধান্তটি ইউক্রেনের নিরলস সংস্কার প্রচেষ্টার একটি স্পষ্ট স্বীকৃতি এবং একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। এটি ইউক্রেনের সমাজের দৃঢ়তা এবং সংকল্পের প্রকাশ। কমিশন বলেছে, ইউক্রেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানদণ্ড পূরণ করে এমন লবিং আইন গ্রহণ এবং জাতীয় সংখ্যালঘু সুরক্ষা কার্যক্রমগুলোকে শক্তিশালী করার বিষয় সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যার সমাধান করার পরে সদস্যপদ নিয়ে আলোচনা শুরু করা উচিত। ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাহী শাখা ইউক্রেনের প্রতিবেশী রাষ্ট্র মলদোভার সাথে সদস্যপদ আলোচনা শুরু করার এবং জর্জিয়াকে প্রার্থীর মর্যাদা দেয়ার সুপারিশ করেছে। বুধবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকি বলেছেন, তিনি অন্যান্য বৈশ্বিক ঘটনার মধ্যেও ইউক্রেনের প্রতি অটুট সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে জি সেভেন পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের জোরালো বিবৃতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। নেতৃস্থানীয় শিল্পোন্নত দেশগুলোর সংস্থা জি সেভেনের রোটেটিং প্রেসিডেন্ট জাপান এবং জি সেভেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বুধবার এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, রাশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেনের প্রতি তাদের সমর্থনের কখনো নড়চড় হবে না।

দূষণ ও যানজট এড়াতে আগামী ২০২৬ সাল নাগাদ ভারতে শুরু হতে চলেছে ইএয়ার ট্যাক্সি

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতে আসতে চলেছে ইএয়ার ট্যাক্সি। বিদ্যুৎচালিত এই উড়ানে চাপলে ৯০ মিনিটের পথ পেরোনো যাবে মাত্র ৭ মিনিটে। ইন্টারগ্লোব এন্টারপ্রাইজ, যারা ভারতের বেসরকারি উড়ান সংস্থা ইন্ডিগোর পৃষ্ঠপোষক, তাদের সঙ্গে মিলে যুক্তরাষ্ট্রের আর্চার এভিয়েশন ২০২৬ সাল নাগাদ ভারতে নিয়ে আসতে চলেছে ইএয়ার ট্যাক্সি সার্ভিস। সাধারণ বিমানের মতো এই বাহনের পরিষেবার খরচ বেশি হবে না, বরং তা সাধারণের নাগালেই থাকবে। সরকারি ছাড়পত্র পেলে ভারতের মতো জনবহুল দেশে এই এয়ার ট্যাক্সি সবচেয়ে সুবিধাজনক গণপরিবহণ ব্যবস্থা হয়ে উঠতে পারে, যা একাধারে যানজট এবং পরিবেশ দূষণের মোকাবিলা করতে সক্ষম। আর্চার এভিয়েশন উলম্বভাবে ওঠানামার জন্য টেক অফ এবং ল্যান্ডিং এয়ারক্রাফ্‌ট তৈরি করে। জানা গেছে, এই এয়ার ট্যাক্সি হবে সম্পূর্ণভাবে বৈদ্যুতিক। পাইলট ছাড়া একটি বিমানে মোট চার জন যাত্রী সওয়ার হতে পারবেন। একবার চার্জ দিলে সর্বাধিক ১৬১ কিলোমিটার রাস্তা যেতে পারবে এই এয়ার ট্যাক্সি। প্রাথমিকভাবে ২০০টি বিমান নিয়ে রাজধানী দিল্লিতে এই পরিষেবা চালু করার কথা ভাবা হয়েছে। পরে মুম্বই এবং বেঙ্গালুরুতেও তা চালু হবে।

দুটি সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, দিল্লিতে সাধারণত যে দূরত্ব যেতে এক থেকে দেড় ঘণ্টা সময় লাগে সেই রাস্তায় এয়ার ট্যাক্সিতে যেতে সময় লাগবে মাত্র ৭ মিনিট। এর ফলে মেট্রো শহরগুলিতে যানজটের সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নিলাম

মাছটির পেটের ভেতরে রোগবালাই সারানোর মতো বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে

বিরল প্রজাতির মাছ ধরে রাতারাতি কোটিপতি পাকিস্তানি জেলে

করাচি ঃ পাকিস্তানের করাচি শহরের দরিদ্র এক জেলেপল্লিতে বাস হাজি বেলোচের। মাছ ধরে কোনোমতে দিনানিপাত করেন তিনি। তবে রাতারাতি বদলে গেছে তাঁর ভাগ্য। বিরল প্রজাতির বেশ কিছু মাছ ধরা পড়েছে তাঁর জালে। সেগুলো বিক্রি হয়েছে প্রায় সাত কোটি পাকিস্তানি টাকাতে।

হাজি বেলোচ ও তাঁর সহকর্মীরা গত সোমবার আরব সাগর থেকে এসব মাছ ধরেন। এই মাছ পরিচিত ‘গোল্ডেন ফিশ’ নামে। তবে স্থানীয়ভাবে সেটিকে ‘সোয়া’ মাছ বলা হয়। বলা হয়ে থাকে, মাছটির পেটের ভেতরে রোগবালাই সারানোর মতো বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে। তাই বিরল এ মাছটি অমূল্য বলে মনে করা হয়। পাকিস্তানের জেলে সম্প্রদায়ের সংগঠনের নেতা মুবারাক খান বলেন, ‘মাছগুলো ধরার পর আজ শুক্রবার সকালে করাচি বন্দরে নিলামের জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। সব মাছ প্রায় ৭ কোটি রুপিতে বিক্রি হয়েছে।’

দামের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাজি বালোচও। তিনি বলেন, ‘আমরা করাচির উপকূলে মাছ ধরছিলাম। একপর্যায়ে আমাদের জালে এসব মাছ ধরা পড়ে। এতে আমাদের বিপুল লাভ হয়েছে। এই অর্থ আমি ও আমার সাত সহকর্মী ভাগ করে নেব।’

গোল্ডেন ফিশের ওজন ২০ থেকে ৪০ কেজি হয়ে থাকে। এগুলো দেড় মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। প্রজননের সময় মাছগুলো উপকূলের কাছাকাছি আসে। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এই মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সেখানে চিকিৎসার কাজে ব্যবহারের পাশাপাশি মাছগুলো ঐতিহ্যগতভাবেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

জলপাইগুড়ির কলাকুশলী নাট্য সংস্থার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ির কলাকুশলী নাট্য সংস্থার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে শনিবার সকালে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আযোজন করা হয়। পতাকা উত্তোলন ও বেলুন উড়িয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উদ্যোক্তারা।১৯৭৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর গড়ে উঠেছিল জলপাইগুড়ির অন্যতম নাট্য সংস্থা কলাকুশলী। এরপর থেকে জলপাইগুড়ির নাট্য সংস্কৃতিতে বিপ্লব ঘটিয়েছেন এই নাট্য সংস্থার কলাকুশলীরা। অসংখ্য নাটকের সফল মঞ্চায়ন করে দর্শকদের কাছে সুনাম অর্জন করেছেন তারা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে অভিনয় করেছেন এই নাট্য সংস্থার তরুণ তরুণীরা।জানা গেছে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করবেন কলাকুশলীর শিল্পীরা। পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আযোজন করবেন তারা।নাট্য ব্যক্তিত্ব ছাড়াও এদিনের শোভাযাত্রায় অংশ নেন জলপাইগুড়ি শহরের শিল্পী ও সাংস্কৃতিক জগতের অসংখ্য মানুষ।

উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর ২ ব্লকের ভক্তিয়া গ্রামের আদ্ধনাথ কাপাসিয়া নিখোঁজ

উত্তর দিনাজপুর উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর ২ ব্লকের ভক্তিয়া গ্রামের আদ্ধনাথ কাপাসিয়া ব্যাঙ্গালোর থেকে ট্রেনে বাড়ি ফিরছিলেন গত শনিবার ভোর রাতে আসানসোল রেল স্টেশনে জল নেমেছিলেন সেখান থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান তিনি , প্রায় ৭ দিন হয়ে গেলেও তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি , গত রবিবার থানায় ডায়েরি করেছেন তার পরিবারের সদস্যরা , পরিবারের লোকেরা বলেন তার উপর গোটা পরিবারের দায়িত্বভার ছিল , আদ্ধনাথ কাপাসিয়া কৃষি কাজ করেন , তাকে খুঁজে না পাওয়ায় কান্নায় দিন কাটাচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা, আদ্ধনাথ কাপাসিয়ার নিখোঁজ হওয়ার ৬ দিন হয়ে গেলেও তার কোনো সন্ধান না পেয়ে সংবাদ মাধ্যমে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন

জলপাইগুড়ি হাসপাতালের সামনে ডেলিভারি মামলা, অ্যাম্বুলেন্স চালককে দায়ী করলেন মেডিকেল কলেজ সুপার

জলপাইগুড়ি ঃ হাসপাতালের সামনে ডেলিভারির বিষয়টি বেগ পেতে হয়েছে। একদিকে যেখানে এই অমানবিক ঘটনার তীব্র নিন্দা হচ্ছে, অন্যদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পিঠ বাঁচাতে নানা ব্যাখ্যা দিচ্ছে। উল্লেখ্য, শুক্রবার সকালে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সামনে কর্মীদের গাফিলতির কারণে হাসপাতালের সামনের খোলা রাস্তায় এক গর্ভবতী মহিলা সন্তান প্রসব করেন। হাসপাতালের সামনে প্রসব নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের সুপার তথা ভাইস প্রিন্সিপাল ডা. কল্যাণ খাঁ জানান হাসপাতালে স্ট্রেচার রয়েছে। যে অ্যাম্বুলেন্স গর্ভবতী মাকে নিয়ে আসা হয়েছে। সেই অ্যাম্বুলেন্সের চালকের গর্ভবতী মাকে হাসপাতালে ভর্তি না করেই চলে গেছে। এটা একধরনের উদাসীনতা। ওই অ্যাম্বুলেন্স চালকের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে তদন্ত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে সরকারি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের জেলা কনভেনরকে চিঠি করা হয়েছে। পাশাপাশি গর্ভবতী মায়ের সঙ্গে আশা কর্মীর থাকার কথা কিন্তু আশা কর্মী সঙ্গে ছিলেন না। এটাই কর্তব্যে গাফিলতি। এনিয়েও হাসপাতালের মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য আধিকারিককে চিঠি করা হয়েছে।

দেবী চৌধুরানী মন্দিরে শ্মশান কালীকে দেখে স্তম্ভিত প্রত্যক্ষদর্শিরা

জলপাইগুড়ি ঃ মাঝে মাঝেই সন্ধ্যার দিকে গোষালা মোড়ের দেবী চৌধুরানী শ্মশান কালী মন্দিরে মাকে প্রণাম করতে যান ৭৩ মোড়ের বাসিন্দা সুরজিৎ রায়। বুধবার রাতে সেইমত ওই মন্দিরে যান তিনি। শ্মশান কালীর মূর্তিকে প্রণাম করে তাকাতেই সামনে স্বয়ং মা। তার পায়ে প্রণাম জানায় সুরজিৎ। হ্যাঁ, দেবী চৌধুরানী মন্দির চত্বরে শ্মশান কালী সেজে একটি ভিডিওর শুটিং করছিলেন দোমহোনির ইউটিউবার প্রিয়াঙ্কা দত্ত। তার সঙ্গ দিচ্ছেন মৌলানির দীপিকা মজুমদার এবং তার দল। এর আগে দেবীর একান্ন পিঠের এক পিঠ ত্রিপুরা সুন্দরী নিয়ে কাজ করেছিলেন তারা। এবার শ্মশান কালী নিয়ে কাজ করেছেন বলে জানান দীপিকা মজুমদার। তার কথায়, আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে বার্তা দিচ্ছি যখন আমরা বিপদে পরি তখন মাকেই আমরা স্মরণ করি এবং মা'ই আমাদের সামলায়।

অন্যদিকে, স্যোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সর প্রিয়াঙ্কা জানান এই কাজটাতে আমরা একটি মেসেজ দিতে চাইছি যেটা সকলের মন জয় করে নেবে। একটু অন্যরকম লুকে কাজ করতে পেরে খুব ভালো লাগছে। বিশেষ করে মা কালীর শ্মশান রূপে সাজাটা আমার কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি। আর এখানে এসে শ্যুট চলছে জেনেও যে মানুষ আমাকে মা কালী রূপে দেখে প্রণাম করছেন এই বিষয়টা সত্যিই ভালো লাগছে।

এই মন্দিরে যে এরকম একটা কনসেপ্ট নিয়ে শ্যুট করবেন আগে থেকেই মন্দির কমিটিকে জানিয়েছেন এই যুবক যুবতীরা। মন্দির কমিটির সম্পাদক দেবাশীষ সরকার বলেন, আমাদের এই মন্দিরের ঐতিহ্য যে সারা উত্তরবঙ্গের মানুষকে আকৃষ্ট করে। ওরা যেই বিষয় নিয়ে কাজ করছে অর্থাৎ অভিনব কায়দায় মায়ের প্রচার করার জন্য এই জায়গা বেছে নেওয়ায় আমরা খুশি। আমরা আশা করব ওরা যেই বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছতে চায় সেটা সফল হোক।

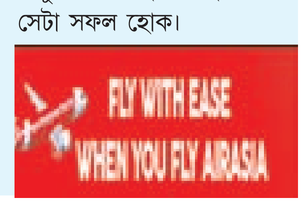

তৃনমূল ব্লক সভাপতি সহ দুই নেতাকে মারধর কাঠগড়ায় পঞ্চায়েতসমিতি কৃষি কর্মাধ্যক্ষ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ শুক্রবার একশোদিনের কাজের প্রতিবাদ বিক্ষোভ শেষে খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল সভাপতি কাঞ্চন অধিকারী এবং বীরভূম জেলাপরিষদের সদস্য নবগোপাল বাউড়ীকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো খয়রাশোল পঞ্চায়েতসমিতি কৃষি কর্মাধ্যক্ষ আইনুস খানের বিরুদ্ধে । সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল সভাপতি কাঞ্চন অধিকারী বলেন, রাজ্যের নির্দেশে প্রতিবাদ সভার পর খয়রাশোল পঞ্চায়েতসমিতি কৃষি কর্মাধ্যক্ষ আইনুস খান দলবল নিয়ে চেয়ার,রড দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় । আইনুস অশিক্ষিত আমাদের দলের লোক । মাথায় প্রচন্ড যন্ত্রনা হচ্ছে ।

বিধানসভায় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দোপাধ্যায়

কলকাতা ঃ ২৪ নভেম্বর থেকে বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশন, অধিবেশন চলতে দাপারে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ অবধি, জানালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালের সমলোচনায় বিধানসভার অধ্যক্ষ। মঙ্গলবার বিধানসভায় বিপিনচন্দ্র পালের জন্মদিবসে শ্রদ্ধা জানানোর পর, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ২২ টি বিল আটকে আছে রাজ্যপালের কাছে। রাজ্যপালের এক্তিয়ার নেই বিল আটকে রাখার। সংবিধানে বলা আছে। রেকমেন্ডেশন থাকলে ফেরত পাঠাতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ আশাকরি রাজ্যপাল মানবেন। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এমন করছে এটা আমার ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। বিধানসভায় দাড়িয়ে মন্তব্য অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি আরও বলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক খোলামেলা মানুষ। অখিল গিরির পাশে দাড়ালেন না অধ্যক্ষ। অখিল গিরি রাজ্যপাল সম্পর্কে মন্তব্য করে এর মধ্যে। তা নিয়ে রাজ্যপালকে চিঠি লেখেন বিরোধী দলনেতা। সোমবার অখিল গিরির মন্তব্য নিয়ে অধ্যক্ষকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলে এমন ধরনের মন্তব্য না করলেই পারতেন।

জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবাকে পুরসভার দাবি উঠেছে

জলপাইগুড়ি। ধুপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচনের পর ধুপগুড়িকে মহুকুমার ঘোষণা করেন রাজ্য সরকার। এবার তাই লোকসভা ভোটের আগে জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবাকে পুরসভার দাবি উঠেছে। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, একটি পুরসভার হওয়ার জন্য যা লোক সংখ্যা প্রয়োজন তা এখনো নেই, তবে আগামী দিনে বেলাকোবা পুরসভায় অন্তর্ভুক্ত হবে বলে তিনি জানান। এর জন্য আলাদা করে দাবি করার প্রয়োজন নেই বলে তিনি জানান। বলেন, রাজ্য সরকার নজর রাখছে, পুরসভার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেই সরকার পুরসভা গঠন করে দেবে। বুধবার বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে এই কথা জানান রাজঞ্জ বিধায়ক খগেশ্বর রায়। বেলাকোবাকে পুরসভার পাশাপাশি এদিন বেশ কিছু প্রসঙ্গ উঠে আসে। যার মধ্যে ছিল রাজগঞ্জের মহিলা কলেজ। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রসঙ্গও ওঠে । মহিলা কলেজের প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, ছাত্রী সংখ্যা বাড়লে সরকার নিশ্চয়ই মহিলা কলেজ গড়ার উদ্যোগ নিবেন। অন্যদিকে জলপাইগুড়ি শহরে যেখানে হোমিওপ্যাথি কলেজ ও হাসপাতাল হওয়ার কথা রয়েছে সেখানে সার্ভে হওয়ার সত্বেও কি কারনে সেই কলেজ গড়ার পক্রিয়া বন্ধ রয়েছে এক প্রসঙ্গে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে খগেশ্বর রায় জানান, বিষয়টি তার জানা নেই। খোঁজ খবর নিয়ে বিষয়টি দেখবেন। স্থানীয় সমস্যার প্রসঙ্গের পাশাপাশি সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে একশো দিনের টাকা আটকে রাখার অভিযোগও করেন।

কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলন

আলিপুরদুয়ার ঃ বিজয়া সম্মেলনীর আয়োজন করা হল কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।দলসিংপাড়া বাজারের হাটখোলায় অঞ্চল তৃণমুলের পক্ষ থেকে বিজয়া সম্মেলনী আয়োজিত হয়।অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন দলসিংপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মায়া আলে,উপপ্রধান দিলীপ থাপা,দলসিংপাড়া অঞ্চল তৃণমুলের চেয়ারম্যান গণেশ আলে সহ দলের নেতা ও কর্মীরা।বিজয়া সম্মেলনীতে মিষ্টিমুখ করানো হয় সকলের।চেয়ারম্যান গণেশ আলে জানান,জেলা তৃণমুলের নির্দেশ মেনে বিজয়া সম্মেলনী আয়োজিত হয়েছে।দলসিংপাড়া তৃণমুলের সকল সদস্য হাজির হয়েছেন।সংবর্ধনা দেওয়া হয় প্রধান,উপপ্রধান ও বিশিষ্টদের।উৎসবের মরশুমে সকলের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করা হল।

জলপাইগুড়িতে শুরু হল দিঠা ভাণ্ডানি পুজো ও মেলা

জলপাইগুড়ি ঃ শুরু হলো জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের চেংমারি শ্রী শ্রী ডিঠা ভান্ডানি পুজা ও মেলা ।,এই পূজা লক্ষ্মী পূজার পরে অষ্টমী তিথিতে হয়, তিনদিন ব্যাপী মেলার আয়োজনে অনুষ্ঠিত। শুনা যায় এই পুজার প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন কেরকেরু রায়(ডিঠা) । ১৯৪৯ সালে এই মেলা শুরু হয়,জানা যায় কোন এক কারনে নিকটবর্তী রামসাই অঞ্চলের সিঙ্গি ভান্ডানি পূজা কেই চ্যাংমারি এলাকায় পূজা ও মেলার প্রতিষ্ঠা করেন কেরকেরু রায় ডিঠা থেকে তখন থেকেই এই মেলা হয়ে আসছে,এই মেলা এইবার ৭৪ তম বছর ।

বর্ধমান মেডিকেল কলেজ থেকে মৃতদেহ পাচার করতে গিয়ে হাতেনাতে গ্রেফতার হলো বর্ধমান থানার পুলিশের হাতে ৫জনে

বর্ধমান ঃ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ থেকে মৃতদেহ পাচার করতে গিয়ে হাতেনাতে গ্রেফতার হলো বর্ধমান থানার পুলিশের হাতে ৫জন। শুক্রবার সকাল ১০টা ১৫মিনিটে অভিযুক্তদের বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে তাদের নাম জানা যায় অবিনাশ মল্লিক,গৌতম ডোম,নন্দলাল ডোম,সুমন মিত্র,সন্তু মিত্র।অবিনাশ মল্লিকের বাড়ি দার্জিলিং জেলার কালামজ্যোতি গ্রামের বাসিন্দা,গৌতম ডোমের বাড়ি বর্ধমান থানার অন্তর্গত সারখানা গলির বাসিন্দা,নন্দলাল ডোমের বাড়ি বর্ধমান থানার অন্তর্গত সাধনপুর রোড এলাকার বাসিন্দা,সুমন মিত্রর বারি বর্ধমান থানার অন্তর্গত বাবুরবাগ এলাকার বাসিন্দা।শম্ভু মিত্রর বাড়ি এখনো জানা যায়নি। ঘটনাটি প্রথম ঘটে বুধবার সাতসকালে মেডিকেল কলেজের এনাটমি বিভাগের মৃতদেহ রাখার ঘর থেকে তিনটি দেহ লোপাট করা হচ্ছিল মৃতদেহ বহনকারী গাড়িতে করে। কিন্তু পাচারের আগেই কার্যত পর্দা ফাঁস হয়ে যায়। নিরাপত্তা কর্মীদের তৎপরতায় তিনটি মৃতদেহ সহ গাড়িটিকে হাতেনাতে ধরা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে বর্ধমান থানার পুলিশ যায় মেডিকেল কলেজে। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মেডিকেল কলেজের চার কর্মী সহ মৃতদেহ বহনকারী গাড়ির চালকে গ্রেফতার করে। বুধবার সকালে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় মেডিকেল কলেজ চত্বরে। মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদেহ পাচার করা হচ্ছে এমন খবর জানতে পেরে তৎপর হন কর্মীরা।

ক্রেনের তার ছিঁড়ে দুর্ঘটনা ঘটল চুঁচুড়ার সুকান্তনগরে

চুঁচুড়া ঃ ক্রেনের তার ছিঁড়ে দুর্ঘটনা ঘটল চুঁচুড়ার সুকান্তনগরে। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা নাগাদ জিটি রোডে ভিড় বাড়তে শুরু করেছিল। বুধবার গভীর রাত থেকে চলা রাস্তার পাশে সুবিশাল ওভারহেড বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংয়ের স্ট্রাকচার লাগানোর কাজ চলছিল। প্রায় ১৬ ফুট উঁচু থেকে লোহার সেই স্ট্রাকচার হঠাৎই ক্রেনের তার ছিঁড়ে জিটি রোডের উপরে পরে। ঘটনায় স্ট্রাকচারের একটি অংশ চলন্ত একটি চারচাকা গাড়ির উপরে পড়তেই গাড়িটির পিছনের দিকের ছাদ দুমড়ে যায়। ওই স্ট্রাকচারে থাকা দুই কর্মী গুরুতর জখম হন। তাঁদেরকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কোনও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কেন এ ভাবে কাজ হচ্ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ। ঘটনায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় জিটি রোডে।

আতশবাজির বাজারে ক্রেতার দেখা মিলছে না কার্যত মাথায় হাত বাজি ব্যবসায়ীদের

বারুইপুর ঃ সম্প্রতি রাজ্যে একাধিক অবৈধ বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় কার্যত নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। বেশিরভাগ জায়গায় বাজি তৈরির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে ।সামনেই কালী পুজো। আর কালীপুজোর রাত মানেই আলোয় আলোকিত চারিদিক। একদিকে যেমন বিভিন্ন বৈদ্যুতিক আলো বা প্রদীপের শিখায় ঝলমল সব জায়গা, তেমনই জ্বলতে দেখা যায় বিভিন্ন বাজি। কারণ কালী পুজোয় রয়েছে বাজি পোড়ানোর রীতি। যদিও বায়ু ও শব্দদূষণের কথা ভেবে বাজি পোড়ানোর ওপরে বিভিন্ন সময় প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। বেঁধে দেওয়া হয় সময়মসীমাও। যদিও তারপরেও অনেক জায়গায় প্রশাসনের বিধিনিষেধ অমান্য করে বাজি পোড়ানোরও অভিযোগও ওঠে।এদিকে সম্প্রতি আবার বাজির ডেসিবেল বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে। ৯০ থেকে বাড়িয়ে ১২৫ ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দবাজিকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। আবার তার প্রেক্ষিতে আদালতে মামলাও হয়েছে। এক্ষেত্রে কালী পুজোর রাতে শব্দদাবনের তাণ্ডব আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, রাজ্য সরকার শুধুমাত্রে সবুজ বাজি পোড়ানোরই অনুমতি দিচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম বাজির আঁতুড় ঘর হিসাবে পরিচিত বারুইপুরের চাম্পাহাটি হাড়াল। বাজি তৈরির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্রামের কয়েক হাজার মানুষজন। এই এলাকার গ্রামবাসীদের অন্যতম পেশাই হলো বাজি তৈরি করা। একের পর এক বিস্ফোরণ প্রাণহানি ও প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞার পর কার্যত অন্ধকার নেমে এসেছে বারুইপুরের চাম্পাহাটিতে। বিগত কয়েক বছর কালীপুজোর আগে এই এলাকায় তিল ধারনের জায়গা থাকতো না। কিন্তু এবছর সেই চিত্র অনেকটাই বদলে গিয়েছে দোকান আছে কিন্তু ক্রেতাত দেখা মিলছে না। দীপাবলীর আগে কার্যত মাথায় হাত বাজি ব্যবসায়ীদের। এই বিষয়ে বারুইপুরের চাম্পাহাটীর হাড়াল আতশবাজি ব্যবসায়ী সমিতির মুখপাত্র শঙ্কর মন্ডল তিনি বলেন, আগের মত ব্যবসা আর নেই কার্যত চাম্পাহাটি বাজি ব্যবসা শেষ হয়ে গিয়েছে। বহু আতশবাজি ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যান্য বছরে এই সময় এই এলাকায় তিল ধারণের জায়গা থাকতো না। কিন্তু এখন ক্রেতাত দেখা নেই। প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা ও পুলিশি ধরপাকরের ফলে এই এলাকায় বাজে কিনতে আসছে না বহু ক্রেতারা। এই বাজি বাজারে হাতেগোনা ৩০০টি ব্যবসায়ী তারা পরিবেশবান্ধব বাজে নিয়ে পসর সাজিয়ে বসেছে। কিন্তু ক্রেতার দেখা মিলছে না এই এলাকায় বহু মানুষ এই ব্যবসার ওপর জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। বহু বাজে ব্যবসায়ীদের সংসার চালানো বেজায় দায় হয়ে উঠেছে। এই বাজি ব্যবসার ভবিষ্যৎ আগামী দিনে কি হবে কেউ বলতে পারছে না। চাম্পাহাটির হাড়াল বাজি বাজারে ব্যবসায়ী মিঃটু মন্ডল জানান, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর ক্রেতার দেখা একদমই মিলছে না। আমরা পসর সাজিয়ে বসেছি বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব বাজি নিয়ে। কিন্তু ক্রেতার দেখা মিলছে না। প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা ও পুলিশি ধরপাকরের ফলে ক্রেতা এই আতশবাজির বাজারে আসতে ভয় করছে। কি হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।

সাইকেল নিয়ে রাস্তা পেতে গিয়ে বাসের ধাক্কায় এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃত্যু

কলকাতা ঃ সাইকেল নিয়ে রাস্তা পেতে গিয়ে বাসের ধাক্কায় এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃত্যু। হাওড়া থেকে ধর্মতলা ৫২ নম্বর রুটের বাসের ধাক্কায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। খুব দ্রুত গতিতে বাসটি আসছিল হাওড়া চ্যাটার্জি হাট থানার অন্তর্গত দালাল পুকুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দিক থেকে সেই সময় এই ব্যক্তি রাস্তা পারাপারের সময় বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। বেশ কিছুক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয় চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। বাসের চালক সহ বাসটিকে আটক করা হয়েছে।

সরকারি হাসপাতালের ঘর দখল করে বেসরকারি ল্যাবের চলছে দালাল রাজ

নদীয়া ঃ সরকারি হাসপাতালের ঘর দখল করে বেসরকারি ল্যাবের চলছে দালাল রাজ । ঘটনাটি নদীয়ার কল্যাণী গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের রোগী এবং তার পরিবার আত্মীয়দের অভিযোগ হাসপাতালে রোগী আপদকালীন বিভাগে নিয়ে আসলেই দুই থেকে তিনজন তারা পাশের একটি ঘরে বসে থাকে সেখানে জোর করে রক্ত টেনে পরীক্ষা করায় আর তাতে সাধারণ গরিব মানুষের পকেট থেকে দু হাজার তিন হাজার টাকা নেই এই বেসরকারি সংস্থা। দীর্ঘ প্রায় বছরখানেক বেশি সময় ধরে চলে আসছে এই বেআইনি ল্যাবের ব্যবসা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের একাংশের মধুতেই চলছে এই বেআইনি কারবার যেখানে একমাত্র শল্য চিকিৎসার হাসপাতাল কল্যাণী গান্ধী মেমোরিয়াল সেখানে প্যাথলজি ল্যাব রয়েছে কিন্তু সেখানে হয় না কোন পরীক্ষা একপ্রকার বাধ্য হয়েই বেসরকারি ল্যাবে পরীক্ষা করাতে হয় রোগীর এবং তার পরিবারের। গতকাল রাত্রিবেলায় নিউজ টাইমের ক্যামেরায় ধরা পরল সেই ছবি ক্যামেরা খুলতেই পালিয়ে গেলেন ল্যাবের দালালরা এরপর কল্যাণী গয়েশপুর ফাঁড়ির পুলিশ আসে , কয়েকজন রোগীর পরিবারের আত্মীয়রা লিখিত অভিযোগ করেন।

তৃণমূল সাংসদ মহামন্ত্র থাকলেও,বিজেপি সাংসদদের অনুপস্থিতিতেই স্থায়ী সমিতি গঠন করল তৃণমূল কংগ্রেস

নদিয়া ঃ বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের অনুপস্থিতিতে কৃষ্ণনগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি গঠন করলো তৃণমূল কংগ্রেস। রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ উপস্থিত না থাকলেও ভোটাভুটিতে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। ফলে কৃষ্ণনগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ৯টি স্থায়ী সমিতি গঠন করলো তৃণমূল কংগ্রেস। ৩৬ আসন বিশিষ্ট কৃষ্ণনগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল পায় ১৮ টি আসন বিজেপি পেয়েছিল ১৬ টি আসন এবং সিপিআইএম ২টি। গত ২৮শে আগস্ট স্থায়ী সমিতি গঠন হওয়ার কথা থাকলেও ভোটাভুটির আগেই তৃণমূল এবং বিজেপির সদস্যদের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি। সেদিন স্থায়ী সমিতি গঠন প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয় বিডিও। আজ ছিল পুনরায় স্থায়ী সমিতি গঠন হওয়ার তারিখ আর এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের সকলে হাজির থাকলেও হাজির ছিলেন না বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার। ফলে বিজেপি সদস্যরা স্থায়ী সমিতি গঠন বয়কট করলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্থায়ী সমিতি গঠন করে তৃণমূল কংগ্রেস।

ঠাকুরনগর আনন্দপাড়া এলাকাতেও হানা দেয় একটি বিশেষ টিম

ঠাকুরনগরঃ পাসপোর্ট এর সূত্র ধরে এদিন ঠাকুরনগর আনন্দপাড়া এলাকাতেও হানা দেয় একটি বিশেষ টিম।ভোর রাত থেকে প্রায় সকাল ১১ টা পর্যন্ত ওই বাড়িতে থাকে দলটি।একজনকে আটক করা হয়। তার নাম বিকাশ সরকার। জানা গিয়েছে ধৃত বাংলাদেশ থেকে এসে প্রথমে মধ্যমগ্রামে একটি মোবাইলের দোকান দিয়ে রিপেয়ারিং এর কাজ করতো।পরিচিত একজনের মারফত বনগাঁর ঠাকুরনগরে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। তার স্ত্রী ঝর্ণা সরকার জানিয়েছেন মাস মাস ৪-৫ মাস আগে তিনি চিকিৎসা করতে ভারতে এসেছেন ।বর্তমানে তিনি এই বাড়িতেই রয়েছেন স্বামীর কাছে ।বাংলাদেশের যশোরে বাড়ি ।টিটাগর পৌরসভার প্রাক্তন পৌর প্রধান প্রশান্ত চৌধুরী ইডি দপ্তর থেকে বেরিয়ে গেলেন সল্টলেক (কলকাতা) তিনি জানান, তার যে দুটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল সেই মোবাইল ফোন ফরেন্সিকে পাঠানো হয়েছিল এবং ডেটা ট্রান্সফারের জন্য দেরি হল। তিনি যে সময় চেয়ারম্যান ছিলেন কিভাবে নিযগে হয়েছিল তা জানতে চাওয়া হয়। প্রশান্ত চৌধুরী এবং তার কোথায় কোথায় কত সম্পত্তি রয়েছে তার নথি খতিয়ে দেখা হয়। আগামীকাল আবারো তাকে ডাকা হয়েছে।

আগামী ২৬ ও ২৭ শে নভেম্বর কার্তিক পূর্ণিমা তিথিতে দেব দীপাবলি উৎসব পালন।

২৬ শে নভেম্বর এবং ২৭ নভেম্বর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আযোজন করা হচ্ছে বিশেষ গঙ্গা আরতি বাজে কদমতলা ঘাটে ঘাট পরিদর্শন করতে এলেন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পরিষদের তারক সিং ভারতবর্ষে এই গঙ্গা আরতি দুটো জায়গায়ই হয় এবার তৃতীয় স্থানে কলকাতার বাজে কদমতলা ঘাটে উদ্যোগ নিতে চলল রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে প্রিন্সেপ ঘাট দিয়ে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত গঙ্গা ঘাটের সৌন্দর্যনের কাজ শুরু হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেআগামী ২৬ ও ২৭ শে নভেম্বর কার্তিক পূর্ণিমা তিথিতে দেব দীপাবলি উৎসব পালন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

আলিপুরদুয়ার জংশন এনএফ রেলওয়ে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের কালীপুজা উঠে এসেছে কর্নাটকের বিধানসভা

আলিপুরদুয়ারঃ খাজুরাহোর পর কর্নাটকের বিধানসভা।আলিপুরদুয়ার জংশন এনএফ রেলওয়ে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের কালীপুজা এবার নতুন মাত্রা নিয়ে এসেছে।আলিপুরদুয়ার জংশন ডি আর এম এর মাঠে এবার উঠে এসেছে কর্নাটকের বিধানসভা।আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম এনএফ রেলওয়ে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের কালীপুজা।চারমাস ধরে চলছে এর প্রস্তুতি।আজ রাতে এই পুজোর শুভ উদ্বোধন হয়েছে। এনএফ রেলওয়ে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বাদশা রায় বলেন,এবার এখানে কর্নাটকের বিধানসভা করা হয়েছে।ঘুরতে গিয়ে কর্নাটকের বিধানসভা দেখে ভালো লেগেছিল।তাই এটা করা হয়েছে। আজ উদ্বোধন হয়েছে।তার আগেই মানুষের ভীড় শুরু হয়েছে।আসানসোল থেকে শিল্পী এসে এখানে মন্ডব করেছেন।আশা করি সকলের ভালো লাগবে।প্রতিদিন থাকছে মুম্বাইয়ের শিল্পীদের অনুষ্ঠান।নিরাপত্তার ও যথেষ্ট ব্যাবস্থা করা হয়েছে। আসানসোল থেকে আসা শিল্পী তাপস হাজরা বলেন প্রায় চারমাস লেগেছে এটি করতে।আশা করি সকলের ভালো লাগবে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর কর্নাটকের বিধানসভার আদলে মন্ডব দেখে অভিভূত। তিনি উদ্যেক্তাদের দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন।পুজো শুরু হতেই যে ভীড় শুরু হয়েছে তাতে খুশি উদ্যেক্তারা।

১২ বছর পর এতটা বড় মাপের কালীপুজা করতে ময়দানে নেমেছে এনএফ রেলওয়ে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন।

খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের হানা বাতিল করা হয় দোকানের লাইসেন্স

দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুরের প্রান্তিকা ব্লু মুন নামে একটি খাবারের হোটেলে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের হানা বাতিল করা হয় দোকানের লাইসেন্স।

হানা দিয়ে দোকানে মেলে পচা মাছ মাংস সহ খাবার সামগ্রী। দোকানে ব্যবহার করা বিভিন্ন প্যাকেট মসলার তারিখ সম্পূর্ণ পেরিয়ে যাওয়ার পর ঐ সমস্ত মসলা খাবারে দেওয়া হতো। অভিযোগের ভিত্তিতে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর হানা দেয় প্রান্তিকায় একটি হোটেলে সেখানে গিয়ে দেখে পাওয়া মাছ মাংস সহ পচা বাঁশি খাবার রয়েছে ফ্রিজে বন্দি।

দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় হোটেল চালাচ্ছেন ওই ব্যবসায়ী এক ক্রেতা অভিযোগ জানান খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরে ক্রেতার অভিযোগের ভিত্তিতে হোটেলে হানা দিয়ে মেলে বেশ কয়েকদিন আগেকার পচা মাছ মাংস । খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা দোকানে হানা দেওয়ার পর সেই সমস্ত পচা খাবার ফেলে দেওয়া হয় এবং ওই ব্যবসায়ীর লাইসেন্স বাতিল করা হয়।

কাঁকরা গ্রামে তৃণমূল কর্মীদের অপহরণ করার চেস্টা

বুদবুদ ঃ পুলিশের পোশাক পড়ে বুদবুদের কাঁকরা গ্রামে তৃণমূল কর্মীদের অপহরণ করার চেস্টা এবং গ্রামবাসীদের মারধর করার অভিযোগ উঠল দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বুদবুদের কাঁকোড়া গ্রামে।

শুক্রবার সকাল থেকে আতঙ্কিত গ্রামের মানুষেরা বুদবুদের দেবশালা পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয়দের অভিযোগ প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জনের একটি দুস্কৃতির দল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পুলিশের পোশাক পড়ে গ্রামে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। গ্রামের বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মীকে অপহরণ করারও চেষ্টা করা হয়েছিল। গ্রামবাসীরা মনে করেছিল তারা সকলেই পুলিশের কর্মী। দুস্কৃতীরা তাণ্ডব চালিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে গ্রামবাসীরা বুদবুদ থানার আধিকারিক কে খবর দিলে। আধিকারিকরা স্পষ্ট জানান বুদবুদ থানার কোন পুলিশ কর্মী বা আশেপাশের কোন থানার পুলিশ কর্মীরা ওই গ্রামে ঢোকেনি। তবে দুস্কৃতীরা কারা ছিল সেই নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে।

কালীঘাটের কালী মাকে দর্শন করতে দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর দর্শনার্থী এসে থাকেন সারাবছর

কালীঘাট ঃ কালীঘাটের কালী মাকে দর্শন করতে দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর দর্শনার্থী এসে থাকেন সারাবছর। বিশেষ করে কালীপুজোর সময় সেই দর্শনার্থীদের আগমন আরো বেড়ে যায়। সামনেই কালীপুজো কালীঘাটে কালীপুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে। কালীঘাট কালীমন্দিরের কষ্টিপাথরের কালীমূর্তিটি অভিনব রীতিতে নির্মিত। মায়ের মাথা সোনার মুকুটে শোভিত। র সোনার তৈরি লম্বা জিভ তৈরি করে দিয়েছিলেন পাইক পাড়ার রাজা ইন্দ্র চন্দ্র সিংহ এবং রুপোর তৈরি চারটি হাত যা তৈরি করে দিয়েছিলেন খিদিরপুরের গোকুল চন্দ্র ঘোষাল। পরবর্তী সোনার করে দিয়েছিলেন কালী চরণ মল্লিক। ১০৮ সোনার মুন্ড মালা দান করেছিলেন ১৭৬৫ সালে পাতিয়ালার মহারাজ রাজা নবকৃষ্ণ। এছাড়া দেবীর মাথার উপরের সোনার ছাতা দান করেছিলেন নেপালের সেনাপতি জঙ্গ বাহাদুর। আরও কয়েকটি সোনার ও রূপার ছাতা রয়েছে। চারহাতের চারগাছি সুবর্ণ কঙ্কণ চড়কডাঙা নিবাসী কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতামহ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদান করেন। মায়ের পদতলে রয়েছে ১ মন ওজনের রূপোর শিব। পেছনে ২৫ কেজি রুপার তৈরি নকশা করা চালচিত্র। উপরে বাম হাতে রয়েছে ২ কেজি ওজনের সোনার খড়্গ। নিচের বাম হাতে রয়েছে ১টি সোনার মুন্ড। ডান দিকের২ হাতে বর ও অভয় মুদ্রা। এইরূপ বহু স্বর্ণালংকার বহু ধনাঢ্য লোকের দ্বারা প্রদানকৃত। ১টি সিন্দুকে সতীর প্রস্তরীভূত অঙ্গটি রক্ষিত আছে। যা কারোর সামনে বের করা হয় না ।আর এটি ব্রহ্মবেদীর নিচে অবস্থিত রয়েছে।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সদ্যজাতের দেহ উদ্ধার

সুদেষ্ণা মন্ডল , ক্যানিং ঃ দুই সদ্যজাতের দেহ উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছাড়ালো ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে । স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর শুক্রবার সকালে হাসপাতালের 'মাতৃমা' বিল্ডিংয়ের গেটের পাশেই দেহ দুটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় মানুষজন। তারপর খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে দেহ দুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মেনকা সরদার নামে এক প্রসূতি মৃত যমজ বাচ্চা প্রসব করেন বৃহস্পতিবার । তারপর সেই বাচ্চাগুলোকে তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। প্রসূতির শাশুড়ি মুক্ত সরদার মৃত বাচ্চাগুলোকেই সেখানে ফেলে পালিয়ে যায় এমনই অভিযোগ। মৃত শিশুর মা এখনো ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে খোঁজ চলছে তার শাশুড়ির। ওই প্রসূতির এর আগেও একটি বাচ্চা হয়। সেটিও মারা যায়। বাচ্চা দুটিকে বাড়িতে না নিয়ে হাসপাতালের পাশে ঝোপের মধ্যে ফেলে দেয়। ময়লা আবর্জনার মধ্যে বাচ্চাগুলোকে দেখার পর অন্যান্য রোগীর পরিজনদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে খবর দেওয়া হয় ক্যানিং থানাকে। ক্যানিং থানার পুলিশ এসে দেহ দুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দেহ দুটিকে উদ্ধার করার পর পাঠানো হয় ময়না তদন্তের জন্য।

ভেঙে পড়ল হনুমান জুটমিলের ছাউনি ও পাঁচিল

ঘুসুড়ি ঃ ঘুসুড়ির কালীতলায় ভেঙে পড়ল হনুমান জুটমিলের ছাউনি ও পাঁচিল । ৩-৪ জন শ্রমিকের আটকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এদিন ৬টায় মর্নিং শিফট শুরু হওয়ার পরেই এই বিপর্যয় ঘটে। আচমকাই ভেঙে পড়ে জুটমিলের পাঁচিল সমেত ছাউনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ। ধ্বংসস্তূপের নীচে কেউ আটকে আছে কি না, তা জানতে চলছে উদ্ধারকাজ।

হাওড়ার ফোরশোর রোডে আগুন

হাওড়া ঃ.. অবশেষে চার ঘণ্টার চেষ্টা ও দমকলের ১৫ টি ইঞ্জিনের সাহায্যে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে হাওড়ার ফোরশোর রোডে আগুন । তবে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে ৫টি গোদাউ । আপাতত চলছে ডাম্পিং ডাউনের পক্রিয়া । অগ্নি কাণ্ডের কারনে সকাল থেকে ফোরশোর রোডে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া ছিল, সকাল ১০.৩০ নাগাদ তা আবারও শুরু করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু । তিনি জানান, বেআইনি ভাবেই এই গোডাউন গুলি তৈরি হয়েছিল, সেভাবে কোনো অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল কি না তা তদন্ত করে দেখতে হবে।

সুন্দরবনের জলে জঙ্গলের লড়াই করা মানুষকে মঞ্চে তুলে ফুল মিষ্টি উত্তরীয় পড়িয়ে আশীর্বাদ নিলেন তৃণমূল নেতারা

কলকাতা ঃ রাজনৈতিক রং ভুলে মঞ্চে উঠে তৃণমূল নেতৃত্বের হাত থেকে সংবর্ধনা নিলো সুন্দরবনের অগণতি মানুষ লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূলের অভিনব কর্মসূচি মানুষের আরো কাছে পৌঁছাতে মঞ্চে তুলে সংবর্ধনা

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালীর প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নদীতে মাছ ধরে জঙ্গলে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকা মানুষদের বেশি করে পাশে পেতে ২০২৪ এর লোকসভা ভোটের আগে জনসংযোগ বাড়াতে উদ্যোগী হল এবার রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য তথা সন্দেশখালীর আহ্বায়ক শেখ সাহাজান,শিব প্রসাদ হাজরা, জেলা পরিষদের সদস্য উত্তম সরদার সন্দেশখালি বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, যুব সভাপতি শেখ আলমগীর,শেখ মিজানুর রহমান সন্দেশখালি মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী সবিতা রায়। রউফ আনা ইয়াসিন উদ্যোগে রীতিমতো ধামাখালিতে মঞ্চে বেঁধে। রীতিমতো সুন্দরবনের প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নদী জলে জঙ্গলে বেঁচে থাকা মানুষগুলোকে মঞ্চে তুলে একদিকে তাদের গলায় উত্তরই পরিয়ে ,অন্যদিকে ফুল বৃষ্টি শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তাদেরকে সম্বর্ধনা দিলেন উত্তর ২৪ পরগনা তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। ইতিমধ্যে রাজ্য প্রশাসনিক প্রধান মমতা বঙ্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে আরও বেশি করে যেসব পুরনো তৃণমূল নেতৃত্ব আছে তাদেরকে আবার দলের সামনের সারিতে আনতে হবে। তাহলে কি ২০২৪ এর লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূল আরো বেশি সংগঠন মজবুত করতে এই উদ্যোগ নিল। সব মিলিয়ে আজকে মঞ্চে সংবর্ধনের খুশি, সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষেরা। তারা বলছে কোনদিন আমরা এই ধরনের মঞ্চে উঠতে পারিনি। আমরা অভিভূত আপ্লুত। এর আগে কোন রাজনৈতিক দল আমাদেরকে এইভাবে মঞ্চে তুলে সংবর্ধনা দেইনি।

সাড়ে চারশো বছর আগে পাতাল ভেদ করে ওঠেন দেবী

সুদেষ্ণা মন্ডল , জয়নগর ঃ প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে পাতাল ভেদ করে উঠেছিলেন দেবী। সেই থেকে জয়নগরের ময়দায় পুজিত হয়ে আসছেন পাতালভেদি দক্ষিণাকালী। কালীপুজোর রাতে দেবীর পুজো ঘিরে ময়দা কালীবাড়িতে ঢল নামে হাজার মানুষের। এই কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা সাবর্ণ রায়চৌধুরী। কথিত আছে, সে সময়ে জঙ্গলে ঢাকা এই পথ দিয়ে জলপথে বাণিজ্য করতে যেতেন রাজা। তখনই এক দিন এই এলাকায় নদীর ধারে একটি বকুল গাছের ডালে এক বালিকাকে দোল খেতে দেখেন। ঘন জঙ্গলে এ ভাবে এক বালিকাকে দেখে আশ্চর্য হন তিনি। পর পর কয়েক দিন এই দৃশ্য দেখার পরে নৌকো থেকে নেমে বালিকার খোঁজ শুরু করেন তিনি। কিন্তু কোথাও খোঁজ মেলে না। রাজা স্বপ্নাদেশ পান, ওই বকুল গাছের কাছেই মাটির নীচে রয়েছেন দেবী দক্ষিণাকালী। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি পাতাল ভেদ করে উঠবেন। রাজাকে তাঁর পুজোর ব্যবস্থা করতে হবে। রাজা ওই জায়গায় আসেন। খোঁজ করে এক জায়গায় মাটির নিজে একটি শিলা খুঁজে পান তিনি । সেই শিলাকে কেন্দ্র করেই মন্দির তৈরি হয়।

শুরু হয় শিলারূপী দেবীর পাতালভেদের অপেক্ষা। অনেকে বলেন, শিলাকে তোলার চেষ্টা করেছিলেন রাজা। এমনকী, হাতি দিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু ফল হয়নি। নির্দিষ্ট সময়ে নিজে থেকেই মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে শিলা। সেই শিলাই দেবীরূপে পুজো হয়। অনেকে বলেন, অতীতে ময়দানব এই দেবীর পুজো করতেন। সেই থেকেই এই এলাকার নাম হয় ময়দা। রাজা সাবর্ণ রায়চৌধুরীর দেখা সেই বকুল গাছ এখনও রয়েছে মন্দিরের এক প্রান্তে। স্থানীয় মানুষ জন জানান, এই গাছে কখনও ফল হয় না। শুধু ফুল হয়। রাজা সাবর্ণ রায়চৌধুরীর প্রতিষ্ঠা করার পর থেকেই ময়দায় নিয়ম করে পূজিত হয়ে আসছেন দেবী দক্ষিণাকালী। এমনিতে প্রতি সপ্তাহে শনি ও মঙ্গলবার দেবীর পুজো হয়। প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। কালীপুজোয় রাতভর পুজো হয় এখানে। দূরদূরান্ত থেকে ভিড় করেন হাজার হাজার ভক্তরা।

বীরভূমের রাজনগরের ভবানীপুরে কাঁসা পিতলের দোকানে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লো দুই মহিলা, তুলে দেওয়া হল পুলিশের হাতে

রাজনগর ঃ রাজনগরের ভবানীপুর বাসস্ট্যান্ডে একটি কাঁসাপিতলের দোকানে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল দুই মহিলা। ওই দোকানের মালিক সুখেন মুখার্জি জানিয়েছেন তার দোকানে ওই দুই মহিলা ক্রেতা সেজে তার দোকানে আসেন। দোকানদার ওই দুই মহিলাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। এরপর স্থানীয় লোকজন এবং ব্যবসায়ী সমিতির লোকেরা রাজনগর থানায় খবর দেয়। রাজনগর থানার পুলিশ ওই দুই মহিলাকে ধরে থানায় নিয়ে যায়।

প্রায় ২৩০ বছরের পুরনো গাজোলের জমিদার বাড়ির কালী পুজো এখন হয়ে উঠেছে সার্বজনীন

মালদা ঃ যিনি মৃৎশিল্পী তিনিই আবার সেবাইত। প্রায় ২৩০ বছরের পুরনো গাজোলের জমিদার বাড়ির কালী পুজো এখন সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। গাজোল ব্লকের গাজোল হাটের একসময়কার জমিদার রামানন্দ চৌধুরীর পরিবারের পুজো এখন সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। প্রতি বছর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে জাঁকজমকভাবে গাজোল হাটে আদি শ্যামাকালী দেবীর ধুমধাম করে পুজো হয়। আর এই পুজোকে ঘিরে প্রতিবছরই ভক্তদের সমাগম ব্যাপক হারে বেড়েই চলেছে। কথিত আছে, আদি শ্যামা কালী মায়ের কাছে মন ভরে মনস্কামনা করলে, তা পূরণ হয় । আর ভক্তদের মনস্কামনা পূরণ হওয়ার কারণেই ভিড় বাড়ছে গাজোল হাটের শ্যামা কালী পুজোয়। সংশ্লিষ্ট মন্দিরের সেবাইত আমান কুমার ঝাঁ জানিয়েছেন, জমিদার রামনন্দী চৌধুরী ইস্টেটের পারিবারিক আদি কালীপুজোটি গাজোল হাট এলাকায় অনুষ্ঠিত হতো । এখন বর্তমান মালদা জেলার গাজোল হাট কমিটি উদ্যোগে আদি শ্যামাকালী পুজোটি হয়ে আসছে । তন্ত্র মতে এই পুজো হয়ে থাকে । অমাবস্যার মধ্যরাতে পুজোটি হয় এবং এই মায়ের মূর্তি অমাবস্যার দিনে বানিয়ে মাকে চক্ষুদান করা হয়। সেবাইত আমান ঝাঁ ও তার পরিবারের সদস্যরা নিজের বাড়িতেই দেবী মূর্তি বানানো। তারপর সেখান থেকে মাকে ঘাড়ে করে নিয়ে এসে বেদীতে বসানো হয়। এরপর অমাবস্যা মধ্যরাতে মায়ের পুজো হয়। এই পুজোতে কয়েকশো পাঁঠাবলির প্রচলন রয়েছে।

বর্তমানে পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, বহু বছর আগে দেবী মায়ের স্বপ্নাদেশে জমিদার রামানন্দ চৌধুরী এই কালী পুজোর শুরু করেছিলেন। বর্তমানে জমিদারের বংশধরেরা আর এখানে কেউ থাকেন না । ফলে এই পুজো এখন সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। এলাকার একটি দীঘিতে প্রাচী নিয়ম মেনে দেবী মূর্তির বিসর্জন দেওয়া হয়।

জলপাইগুড়িতে বসলো বাজির বাজার

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি নন্দনকানন মাঠে বসল বাজির বাজার। বিভিন্ন দোকানে দেখা গেল পরিবেশ বান্ধব বাজি বিক্রি হতে। প্রায় ছয়টি দোকান বসেছে এই বাজারে। শুক্রবার সকাল থেকেই ক্রেতাদের ভিড় দেখা গেল। ব্যবসায়ীরা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। বাজির বাজারে আসা ক্রেতারা পরিবেশ বান্ধব বাজির পাশাপাশি বিভিন্ন মোমবাতি ও প্রদীপ ক্রয় করেন। আসন্ন দীপাবলি উপলক্ষে ব্যবসা ভালো হবে বলে আশা ব্যবসায়ীদের।অন্যদিকে বাজি কিনতে আসা এক ক্রেতা বলেন বাজারের ভেতরে বাজির ব্যবসা না করে প্রশাসন যে নির্দেশ দিয়েছে খোলা মাঠে বাজির বাজার তাতে করে আমাদের অনেক ভালো হয়েছে। কারণ কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে বাজির দোকানে সেই ক্ষেত্রে মাঠে বাজার করাতে সেই সব দুর্ঘটনা থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পাবে সকলেই। তাই প্রশাসনের এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ক্রেতারা। অন্যদিকে বিভিন্ন দোকানদাররা যাতে করে কোন দুর্ঘটনা না হয় সেই জন্য অগ্নি নির্বাপক সিলিন্ডার রেখেছে দোকানে দোকানে।

সরকারি হাসপাতালে গর্ভবতী রোগীকে নিয়ে এসে টেচার বা ট্রলি না মেলায় হাসপাতালের বাইরেই প্রসব

জলপাইগুড়ি ঃ।সরকারি হাসপাতালে গর্ভবতী রোগীকে নিয়ে এসে টেচার বা ট্রলি না মেলায় হাসপাতালের বাইরেই প্রসব ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়ি তে । জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধীন মাতৃমা তে লতা রায় নামে এক গর্ভবতী মহিলা কে তার পরিবারের লোকজনেরা অ্যাম্বুলেন্স করে প্রসবের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করাতে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে এসে অ্যাম্বুলেন্স থেকে গর্ভবতী মহিলাকে নামানোর পরই ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য টেচার বা টলি মেলেনি বলে অভিযোগ রোগী লতা রায়ের শ্বশুর ময়নাগুড়ি ব্লকের ধর্মপুর অঞ্চলের বাসিন্দা বিষ্ণু কার্জির। এদিকে তখন রোগী হাসপাতালের গেটের বাইরে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ। লতার শ্বশুর বিষ্ণু বাবুর আরো অভিযোগ ময়নাগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি সরকারি হাসপাতালে এই শীতের রাতে রোগী নিয়ে এসে চরম সমস্যায়। রোগীকে হাসপাতালের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেশ কিছুক্ষণ ধরে টলির জন্য এদিক ওদিক ছোটাছুটি করি। সিকিউরিটি গার্ড সহ হাসপাতালের কর্মীদের কোন সহযোগিতায় মেলেনি। সময় মত টেচার বা টলি না মেলায় বাইরেই প্রসব হয়। আর এই ঘটনায় হাসপাতালে আশা অন্যান্য রোগীর আত্মীয় পরিজনরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। সিকিউরিটি গার্ড দের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অভিযোগ রোগীকে হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সময়মত টেচার মেলেনি, মেলেনি হাসপাতালে প্রবেশ করার পর পরিষেবা। এমত অবস্থায় হাসপাতালের কোন কর্মীও এগিয়ে আসেনি বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ। সে কারণেই আজ চোখের সামনে এভাবেই হাসপাতালের বাইরে প্রসবের ঘটনা খুবই লজ্জার বিষয় বলে অভিযোগ হাসপাতালে আসা অন্যান্য রোগীর আত্মীয় পরিজনদের। তবে সিকিউরিটি গার্ড এবং হাসপাতালের কর্মীদের কর্তব্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কর্তব্যরত দুইজন সিকিউরিটি গার্ডকে প্রশ্ন করা হলে নিরাপত্তা কর্মী আমাদের ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে বলেন সময়মতো টেচার ছিলনা। তাই বাইরেই প্রসব হয়েছে আমরা চেষ্টা করেছি কিন্তু টেচার বা টলি পাইনি। টলি খুঁজতে দেরি হয়েছে। অবশেষে মা ও শিশুকে হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে।

টুকরো খবর

জলপাইগুড়িতে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় ৬৪ বছরের বৃদ্ধের মৃত্যু

জলপাইগুড়ি ঃ ৩রা নভেম্বর শুক্রবার ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমহানী জলপাইগুড়ি পূর্ত দপ্তরের সড়কে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন রবি দাস ৬৪ নামে এক বৃদ্ধ আহত গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত রবিদাসের বাড়ি ময়নাগুড়ি ব্লকের দমহানি কাঠালবাড়ি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় মৃত ঐ ব্যক্তি রাস্তা পার হচ্ছিল সেই সময় একটি পিকআপ তাকে ধাক্কা মারলে এই ঘটনা ঘটে বলে সূত্রের খবর। পরে খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঘাত ক পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করে ময়নাগুড়ি থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ মৃতদেহ শনিবার জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি মরগে পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

প্রায় পাঁচ বছর ধরে দাতব্য হাসপাতাল বন্ধ থাকায় চিকিৎসায় সমস্যায় পড়েছেন গ্রামবাসী

মালদা — প্রায় পাঁচ বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে,আইহো গ্রাম পঞ্চায়েতের আইহো দাতব্য চিকিৎসালয়। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বন্ধ স্বাস্থ্য পরিষেবা এমনই অভিযোগ এলাকাবাসী।আইহো অঞ্চলের বাসিন্দাদের অভিযোগ এই দাতব্য চিকিৎসালায় বন্ধ হয়ে যাওয়া ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।এখন যে কোন সমস্যা হলে যেতে হয় মালদা নয়তো বুলবুলচন্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে।এই দাতব্য চিকিৎসালয় থাকাকালীন বেশ পরিষেবা পেতেন আইহো অঞ্চলের বাসিন্দারা।এই চিকিৎসালয়ে ঘরে এখন গড়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের বসবাস,প্রায় পাঁচ বছর আগে থেকে এই দাতব্য চিকিৎসালয় চিকিৎসার সব রকম সুবিধা পেতেন এলাকাবাসী নিয়মিত ডাক্তার বসতেন এই চিকিৎসালয় হসপিটালে বেডো ছিলএই চিকিৎসালয়ে। এখন বেহাল অবস্থায় তালা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে এই দাতব্য চিকিৎসালয়। এলাকাবাসীরা জানান এই চিকিৎসালায় খোলা হলে অনেক উপকৃত হবে এলাকাবাসী থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা আগে বহু দূর দুরান্ত থেকে এই চিকিৎসালায় চিকিৎসা করাতে আসতেন সাধারণ মানুষ, যদিও আস্তে আস্তে পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে আর এখন দেখা নেই কারোরই চিকিৎসালয় ঘরগুলিও তালা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে কেউ আবার ঘরগুলি দখল করে নিজের ব্যবহার করছেন। জেলা পরিষদের তরফ থেকে এই দাতব্য চিকিৎসালায় তৈরি করা হয়েছিলো। এই বিষয়ে জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি রফিকুল হোসেন বলেন,হবিবপুর ব্লকের আইহো দাতব্য চিকিৎসালয় টি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।সেই চিকিৎসালয় খুব শীঘ্রই আমরা খোলার ব্যবস্থা করব স্বাস্থ্য অধিকারীদের নিয়ে বসে আলোচনা করা হবে ঐ এলাকাবাসিন্দাদের চিকিৎসার জন্য প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে বুলবুলচন্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার করাতে যেতে হয়। তাদের সমস্যা পরতে হছে। সেদিকে নজর রেখে আইহো দাতব্য চিকিৎসালয়টি পুনরায় খোলার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান।

চোর ধরো জেল ভরো। এই স্লোগান তুলে জলপাইগুড়ি শহরে বিজেপির মিছিল

জলপাইগুড়ি ঃ রেশন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে জলপাইগুড়ি বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায় এর উপস্থিতিতে শুক্রবার রাতে শহরে বিক্ষোভ মিছিলের আযজেন জেলা বিজেপির। সংসদের অভিযোগ যেভাবে রেশনের চাল, গম চুরি হয়েছে তৃণমূল সরকার গরিব মানুষকে বঞ্চিত করে তাদের রেশনের সামগ্রী চুরি করেছে। চুরি করার অপরাধে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেপ্তার হয়েছে। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেলা জুরেই বিজেপি বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়েছেন।

অবৈধভাবে নদী থেকে বালি পাচার বন্ধ করতে অভিযানের নামলো ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর

শিলিগুড়ি — অবৈধভাবে নদী থেকে বালি পাচার বন্ধ করতে অভিযানের নামলো ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। আজ সকাল সকাল গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের তারবান্দা শিবডাঙ্গিগি এলাকায় বালাসন নদীতে। বেশ কয়েকটি ট্রাক্টর অবৈধভাবে নদী থেকে বালু তুলে পাচার চেষ্টা করছিল। সেই সময় ট্রাক্টরের বালি বোঝাই করে পালিয়ে যাচ্ছিল। ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা ধাওয়া করে সেই ট্রাক্টর আটক করে।তবে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় ট্রাক্টর চালক। এরপরে খবর দেওয়া হয় বাগডোগরা থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে বাগডোগরা থান য় ক্রেন সাহায্য নিয়ে যাওয়া হয়। এ বিষয়ে ভূমি রাজস্ব দপ্তরের রেভিনিউ অফিসার অশোক পাল জানান। প্রতিনিয়ত রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বালি পাচারের করছে।তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। তেমনি আজ সকাল সকাল আমাদের কাছে খবর ছিল বালাশন নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলা হচ্ছে। সেই মোতাবেক আমরা ঘটনাস্থলে এসে ধাওয়া করে একটি ট্রাক্টর আটক করি। সকাল থেকে শুরু হয়েছে এখন পর্যন্ত একটি ট্রাক্টর আটক হয়েছে। তবে আজ সারাদিন এই অভিযান চলবে বিভিন্ন নদীতে। পাশাপাশি রাতেও অভিযান চালানো হবে

শীত পড়তেই দার্জিলিংয়ের বড়ো আকৃতির কমলা আসার অপেক্ষায় কমলা প্রিয় মানুষজনে

জলপাইগুড়ি ঃ শীতের হালকা দেখা মিলতেই দার্জিলিংয়ের বড়ো আকৃতির কমলা আসার অপেক্ষায় রয়েছেন কমলা প্রিয় মানুষজন। তবে জলপাইগুড়ির বাজারে দেখা মিলেছে ভুটান এবং নাগপুরের কমলালেবুর। বিকচ্ছেও দেদারে।জলপাইগুড়ির বাজারের দার্জিলিং এর কমলা তেমনভাবে না আসলেও ভুটান ও নাগপুরের কমলা খেয়েই স্বাদ মেটাচ্ছেন আপামোর বাঙালি, সবুজ ও কিছুটা হালকা হলুদ ছোট আকৃতির কিছু কমলা বাজারে এসেছে। তবুও দার্জিলিংয়ের কমলার অপেক্ষায় দিন গুনছেন সাধারণ মানুষ। এ বছর নাগপুরের কমলার আকৃতি ছোট হলেও বাধ্য হয়েই সেই কমলা গুলো খেয়েই দিন কাটাচ্ছেন কমলা প্রিয় মানুষেরা।যদিও খেতে অনেকটাই মিষ্টি যার এক একটির দাম চার থেকে পাঁচ টাকা। এই কমলা গুলোর দাম কম থাকায় বাজারে বিক্রি দেদার হচ্ছে।তাই ভিড় করে কিনছেন সেই কমলাগুলো। এক বিক্রেতা বলেন এবছর কমলার ফলন ভালোই হয়েছে, তাই আশা করা যাচ্ছে আগামী দিনগুলো তে ও কমলার দাম তেমনভাবে বাড়বে না। আর তাই সেই খুশিতে রয়েছে কমলা প্রিয় মানুষরা। কারণ শীত পড়লে দুপুরে রোদে কয়েক টুকরো কমলা না খেলে বাঙালির ভালো লাগেনা। তাই সেই দার্জিলিংয়ের কমলা আসার অপেক্ষায় রয়েছেন মানুষ।হোলসেল কমলা বিক্রেতারা জানান ভুটানের কমলা জলপাইগুড়ির বাজারে ঢুকেছে আমরা ক্রেতাদের ভুটানের কমলালেবু বলেই বিক্রি করছি। তবে খেতে ভালো, কমলা সুন্দর গন্ধ এবং টেস্ট রয়েছে। আপাতত ভুটান ও নাগপুরের কমলা খেয়েই খুশি রয়েছে কমলাপ্রেমী মানুষজনেরা।

সম্পাদকীয়

সাময়িক সংঘাতবিরতিতে রাজি ইসরায়েল

চার ঘণ্টার জন্য সাময়িক এবং কৌশলগত সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হলো ইসরায়েল। অ্যামেরিকা এ তথ্য জানিয়েছে। অবশেষে অ্যামেরিকাসহ একাধিক দেশের আবেদন মেনে নিল ইসরায়েল। অ্যামেরিকা জানিয়েছে, ইসরায়েল চার ঘণ্টার সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ যুদ্ধবিরতি নয়। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, হামাস পণবন্দিদেরনা ছাড়া পর্যন্ত কোনোভাবেই তারা যুদ্ধবিরতিতে যাবে ন। হামাসকে এক বিন্দুও জমি ছাড়া হবে না। তবে মানবিক সাহায্য গাজার বেসামরিক মানুষের

কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাময়িক সংঘর্ষবিরতিতে তারা রাজি হয়েছে। একইসঙ্গে তারা জানিয়েছে, ওই সময়ের মধ্যে বেসামরিক জনগণ চাইলে উত্তর গাজা ছেড়ে যেতে পারে। এদিকে লেবাননে হেজবোল্লাহের সামরিক কাঠামো লক্ষ্য করে বৃহস্পতিবার রাত থেকে আক্রমণ শুরু করেছে। হেজবোল্লাহ অবশ্য এবিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো বক্তব্য জানায়নি। তবে ইসরায়েলি সেনা জানিয়েছে, ইরানের মদপুষ্ট হেজবোল্লাহ যোদ্ধাদের সামরিক পরিকাঠামো লক্ষ্য করে বোমা ফেলা হয়েছে. মূলত প্লেন থেকেই বোমা ফেলা হয়েছে। তবে একই সঙ্গে সীমান্ত থেকে গোলাও মারা হচ্ছে। ফ্রান্সে ৫০টি দেশ এবং সংগঠনের বৈঠক শুরু হয়েছে। কীভাবে ইসরায়েল হামাস সংঘাত নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, তা নিয়ে বৈঠক। বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠনগুলিও এই বৈঠকে যোগ দিয়েছে। বস্তুত, গাজা স্ট্রিপ থেকে বেসামরিক মানুষকে রক্ষা করার পরিকল্পনা ঠিক হচ্ছে ওই বৈঠকে। জার্মান চ্যান্সেলর ওলফ শলৎস ফোন করেছিলেন মিশরের রাষ্ট্রপ্রধানকে। কীভাবে গাজার মানুষকে উদ্ধার করা যায়, কীভাবে তাদের কাছে আরো মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়া যায়, তা নিয়ে দুইজনের আলোচনা হয়েছে। জার্মান চ্যান্সেলর স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, জার্মানি মানবিক সাহায্যের পক্ষে এবং সংঘাতবিরতির পক্ষে। বস্তুত, বহুদিন ধরেই অ্যামেরিকা এবং জাতিসংঘ এই সংঘাতবিরতির দাবি তুলছে। কিন্তু এতদিন ইসরায়েল তা মানতে রাজি হয়নি।

যিনি কালের সাথে রমন করেন তিনিই কালী

দুর্গা পূজা থেকে দেবী পক্ষ শুরু হয়।দুর্গার পর লক্ষী,মা মনসা,কালী তারপর জগদ্ধাত্রী।মা কালী আদি শক্তি মা দুর্গার একটি উগ্র রূপ।মা এক রূপ অনেক।বিভিন্ন কারণে ও বিভিন্ন সময়ে মা বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন।মা কালীর পূজা কার্তিক অমাবস্যা তে করা হয়ে থাকে।মায়ের যত রূপ আছে তার মধ্যে কালী রূপ হলো সবথেকে উগ্র ও ভয়ঙ্কর।মা মহিষাসুরের সেনাপতি রক্তবীজ কে বধ করার জন্য এই উগ্র কালী মূর্তি ধারণ করেছিলেন,অসুরের রক্তপান করেছিলেন ও মুন্ডমালা গলায় করেছিলেন।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলতেন, যিনি মহাকালের সাথে রমন করেন তিনিই কালী।ধর্ম,অর্থ,কাম ও মোক্ষদায়ীনি বলে তাঁর চার হাত।দূর থেকে দেখি বলে তিনি কালো।কাছে গিয়ে দেখো কোনো রঙ নেই যেমন সমুদ্র দূর থেকে নীল দেখায়,কাছে গিয়ে দেখো কোনো রঙ নেই।ডাকার মতো ডাক দেখি মন কেমন শ্যামা থাকতে পারে।কালী পূজা অমাবশ্যা তিথিতে মধ্য রাত্রিতে হয়ে থাকে।এই কালী পূজা আগে বাঙালি সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো কিন্তু আজকাল প্রায় অনেকেই বিভিন্ন সমাজের লোক কালী পূজা করে থাকেন।অমাবস্যার সন্ধ্যা বেলায় আলোর উৎসব দেওয়ালি বা দীপাবলি উৎসব হয়।ঘরে দীপ জ্বালানো হয় ও বাজি ফুটানো হয়।কথিত আছে ভগবান রাম এই দেয়ালীর দিনে সীতা মাকে উদ্ধার করে চৌদ্দ বছর কাটিয়ে অযোধ্যায় ফিরেছিলেন।সেই খুশিতে আলোর উৎসব দেয়ালি মানানো হয়ে ছিলো।হিন্দু সমাজের কিছু লোক কালী পূজার রাত্রে লক্ষী,অলক্ষী ও গনেশের পুজো ও করে থাকে।আমাদের ঝাড়খণ্ডে বাঁদনা পরব খুবই প্রচলিত।অমাবস্যা রাত্রে মাদল বাজিয়ে বাঁদনা গীত গেয়ে ভগবতী অর্থাৎ গো মাতাদের জাগরন করা হয়।তারপরের দিন গো মাতাদের পুজো করা হয়,ভালো মন্দ খায়ানো হয়,ভালো করে সাজানো হয়।সন্ধ্যায় আবার বিশেষ করে গোপ সমাজের লোক গিরি গোবর্ধনের পুজো করে থাকেন।এই দিনে ইন্দ্রের সাথে গোপদের যুদ্ধ হয়ে ছিলো।ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে তার নিচে গোপদের ও গাভিদের ইন্দ্রের জল ঝড়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন।তারপরের দিন ভাই ফোটা বা যম দ্বিতীয়া উৎসব পালন করা হয়।বোন, ভাই কে ফোটা দেয় ও যমের কাছে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করে।বাঙালি সমাজে ভাই ফোটার প্রচলন খুব বেশী।আদিবাসী সমাজে এই দিনে গরু খুঁটিয়া উৎসব পালন করে।একটি খুঁটিতে গরু কে বেঁধে মাদল বাজিয়ে তাকে নাচানো হয়,একেই গরু খুঁটিয়া বলে।এই ভাবে এই কালীপূজা উপলক্ষে অনেক লোক উৎসব পালন করা হয় বিভিন্ন সমাজের লোক বিভিন্ন ভাবে এই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করে।কিন্তু বর্তমান আধুনিক ও মোবাইল যুগের প্রতাপে এই লোক সংস্কৃতি গুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে যা গভীর চিন্তার বিষয়।তাই সবাই নিজেদের ভাষা,সংস্কৃতি, পরম্পরা, উৎসব ও ধর্ম কে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করুন কারণ এতেই আমাদের পরিচিতি ও গর্ব লুকিয়ে আছে।

সুনীল কুমার দে
প্রাবন্ধিক

রামকৃষ্ণ কথামৃত এ যুগের ভাগবত

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত এ যুগের ভাগবত।যিনি লিখেছেন তিনি এ যুগের ব্যাসদেব অর্থাৎ মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত ওরফে শ্রীম।রামকৃষ্ণ কথামৃত এমন একটি ধর্ম গ্রন্থ যেখানে রামের কথা আছে, কৃষ্ণের কথা আছে,চৈতন্যের কথা আছে,শিবের কথা,দুর্গার আছে,কালীর কথা আছে।এমন কি যীশুর আছে,বুদ্ধের কথা ও মোহম্মদের কথা আছে।কথামৃতে কার কথা নেই।রামায়ণ,মহাভারত,গীতা,ভাগবত,বেদ, উপনিষদ,কোরান, বাইবেল কার কথা নেই কথামৃতে।কথামৃত তিথি,সময়,বার দিয়ে লেখা।এমন প্রামানিক ধর্ম গ্রন্থ এর আগে লেখা হয় নি।কথামৃতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সকল ধর্ম ও দেব দেবীদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শিখিয়েছেন।সকল পথ ও মত কে ঠিক বলেছেন।সকল অবতার ও মহাপুরুষদের সত্য বলেছেন ও সম্মান দিয়েছেন।জীব কে শিব বলেছেন।মানুষের সেবা করতে ও ভালোবাসতে বলেছেন।বলেছেন,,অনন্ত সাগরে যাওয়ার অনন্ত যে পথ।যে কোনো পথে যাও একই জায়গায় পৌঁছাবে।যত মত তত পথ।ঈশ্বর এক নাম অনেক।এক রাম তার হাজার নাম।তাই ধর্ম ও ঈশ্বর নিয়ে ঝগড়া করার কিছু নেই।একজন কে মানো বাকি সবাই কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করো।আন্তরিক হলেই ঈশ্বর কে পাবে।ভগবান আপন জন তাকে ভালো বাসতে হবে।জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ।কোথায় আছে এমন অমৃত ময় কথা ও উদারতার কথা।কথামৃতে সব সমস্যার সমাধান আছে।সব প্রশ্নের উত্তর আছে।গীতা যেমন ভগবানের মুখের বাণী তেমনি কথামৃত ও ভগবানের মুখের বাণী।কথামৃতে কোনো কল্পনা নেই,কোনো অতি রঞ্জিত জিনিস নেই।সব কিছু বিজ্ঞান ভিত্তিক কথা,ভগবান লাভের কথা,সংসারে সঠিক ভাবে বেঁচে থাকার কথা।তাই বললাম, কথামৃত এ যুগের ভাগবত।এমন ধর্ম গ্রন্থ হয় নি,হবার নয়।এই গ্রন্থ সবার জন্য,হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, ভক্ত জ্ঞানী,গৃহী ত্যাগী,আস্তিক নাস্তিক সবার অমূল্য সম্পদ।রামকৃষ্ণ কথামৃত যে কোনো জায়গা থেকে পড়া যেতে পারে ।তার আদি ও নেই আবার অন্ত ও নেই।রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়ার বয়স ও নেই সময় ও নেই।যে কোনো বয়সের লোক যে কোনো সময়ে পড়তে পারে।কথামৃত কে লাল কাপড়ে মুড়ে রাখতে হয় না,আচমন করতে হয় না।এমন ধর্ম শাস্ত্র হয় নি,হবার নয়।রামকৃষ্ণ কথামৃত ২৪০ দিনের ডাইরি।মাস্টার মশায় মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে ২৪০ দিন গেছিলেন।প্রতিদিন ঠাকুরের মুখে যা তিনি শুনেছিলেন তাই হুবশু তাঁর ডাইরি তে লিখেছিলেন।পরবর্তী কালে ঠাকুরের দেহ ত্যাগের পর তা প্রকাশিত হয়েছিলো।মহেন্দ্র গুপ্তের সেই ডাইরি কথামৃত রূপে প্রকাশিত হয় পাঁচ খন্ডে।কোনো অবতার পুরুষের এই ধরণের পুস্তক এর আগে প্রকাশিত হয় নি।পৃথিবীর সব থেকে বেশি জনপ্রিয় ও সবথেকে বেশি বিক্রয় হয়েছে এই রামকৃষ্ণ কথামৃত। এই কথামৃত পড়েই রামকৃষ্ণ মিশনের বেশির ভাগ লোক সাধু হয়েছেন।ভগবান রামকৃষ্ণের অমৃত ময় কথা ও বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে এই কথামৃতে।কথামৃত আধুনিক যুগের অমূল্য সম্পদ ও এ যুগের ভাগবত।

সাময়িকী

শ্রীরামকৃষ্ণ কে ভগবান বলে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন

ভগবান বলতে আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কে বুঝি যিনি জীব জগৎ সৃষ্টি করেছেন,যিনি সৃষ্টি,স্থিতি প্রলয় করছেন,যিনি প্রতিটি জীব কে পালন করছেন।যিনি অন্তর্যামী,পতিত পাবন,জন্ম মৃত্যু থেকে বহু উর্ধ্বে,যিনি ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সবার মধ্যে বিরাজ করছেন, মোটামোটি ভগবান বলতে এই বুঝে থাকি।ভগবান রাম যেমন দেখতে সুন্দর ছিলেন,অনন্ত শক্তি শালী ছিলেন,কত রাক্ষস ও দূরাত্মাদের বধ করেছিলেন।ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও দেখতে সুন্দর ছিলেন,অনন্ত ঐশ্বর্য্য ছিলো,কংস, শিশুপাল, দন্তবক্র,আঘাসুর ,বকাশুর,ধেণুকাসুর,পুতনা আদি কে বধ করেছিলেন।ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন,কত পাপী তাপিকে উদ্ধার করেছিলেন কিন্তু তেমন তো শ্রীরামকৃষ্ণ করেন নি তবে তিনি ভগবান হলেন কি করে।তাছাড়া তিনি দেখতে সুন্দর ছিলেন না,এক মুখ দাঁড়ি, খালি গা,পরনে একটি ছোট ধুতি ,কোনো যুদ্ধ করেন নি,দানব রাক্ষস বধ করেন নি,কোনো অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ দেখান নি তবে তিনি কি করে ভগবান হলেন।শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর ভাবের প্রকাশ বাইরে ছিলো না ভেতরে ছিলো।তিনি দৈবিক গুনে ধনবান ছিলেন। প্রেম, করুনা, দয়া, মায়া, ভক্তি, জ্ঞান, ত্যাগ,তাঁর ঐশ্বর্য্য ছিলো।ভাব,মহাভাব ও সমাধি তাঁর অলংকার ছিলো।তিনি দ্বারে দ্বারে জ্ঞান ভক্তি বিতরণ করেছেন, কত পাপী তাপিকে উদ্ধার করেছেন, কত মানুষ কে ধর্ম পথে এনেছেন, মানুশের মনে ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছেন,তিনি দানব ও রাক্ষস কে বধ করেন নি কিন্তু কত নাস্তিক কে আস্তিক করেছেন,কত বিপথ গামী মানুষ কে নুতন জীবন দান করেছেন তাঁর তুলনা নেই।তিনি সাধনা করে কেমন ভাবে ঈশ্বর লাভ করতে হয় দেখিয়েছেন।ধর্মে ধর্মে বিবাদ দুর করেছেন।ধর্মের মিলন ও সমন্বয় ঘটিয়েছেন।সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বর আছেন বলে এ কথা ঘোষণা করেছেন।শিব জ্ঞানে জীবের সেবা এক নুতন আদর্শ স্থাপনা করেছেন।গৃহী ও সন্ন্যাসীর বিবাদ,জ্ঞান ভক্তি,কর্ম ও যোগের বিবাদ,সাকার ও নিরাকারের বিবাদ,হিন্দু,মুসলিম ও খ্রিস্টানের বিবাদ দূর করেছেন,নারী কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শিখিয়েছেন।ভগবান অবতার হয়ে যা করেন তা সবই করেছেন।তিনি যে ভগবানের অবতার ছিলেন তা পন্ডিতদের সভা করে তাঁর তন্ত্র গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী প্রমান করেছেন।রামকৃষ্ণ দেব বিভিন্ন সময়ে তাঁর মধ্যে বিভিন্ন ভক্তদের বিভিন্ন রূপ দর্শন করিয়েছেন।তিনি নরেন্দ্রনাথ ওরফে স্বামী বিবেকানন্দ কে বিশ্ব রূপ দেখিয়ে ছিলেন,রানী রাসমনির জামাই মথুর বাবু কে তাঁর মধ্যে কালী ও শিব কে দেখিয়েছিলেন,ভক্ত ভৈরব গিরিশ চন্দ্র ঘোষ কে রাম,কৃষ্ণ ও চৈতন্য রূপ দেখিয়ে ছিলেন,ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও গোপালের মাকে গোপাল রূপ দেখিয়ে ছিলেন,তোতাপুরি কে দেখেই তাঁর নাম বলে দিয়েছিলেন,রানী রাসমনির মনের অবস্থা জেনে তাঁকে সুধার করার জন্য গালে চড় মেরে ছিলেন,মহাপাপী গিরিশ ঘোষের সব পাপ গলায় ধারণ করে নীল কঃঠ হয়েছিলেন।কল্পতরু হয়ে বিভিন্ন ভক্ত কে বিভিন্ন রূপে ধরা দিয়েছিলেন ও ভক্তি মুক্তির অধিকারী করে দিয়েছিলেন।সব শেষে বহু ভক্ত কে নিজের মুখে বহু বার বলেছেন,,যে রাম সেই কৃষ্ণ সেই ইদানিং এই শরীরে রামকৃষ্ণ ও আমি,গৌরাঙ্গ ও যীশু এক। এই ভাবে রামকৃষ্ণ জীবন ও দর্শন অনুধ্যান করলে আমরা জানতে পারবো যে তিনি অবতার, ঈশ্বর ও ভগবান ছিলেন।বাইরে ঐশ্বর্য্য ছিলো না বলে তাঁকে ভগবান বলে মেনে নেওয়া খুবই কঠিন।

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

জানা অজানা

ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিপন্থী বিক্ষোভকারীদের পক্ষ নেয়ার অভিযোগ তুললেন

লন্ডন : বৃহস্পতিবার ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশটির বৃহত্তম পুলিশ বাহিনীকে অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় ফিলিস্তিনিপন্থী বিক্ষোভকারীদের প্রতি আরও নমনীয় বলে অভিযোগ করেছেন। তার বক্তব্য ইসরাইল হামাস যুদ্ধের কারণে রাজনৈতিক বিরোধ আরও গভীর করেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা ব্র্যাভারম্যান বলেছেন, লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ বাহিনী ফিলিস্তিনিপন্থী জনতা দ্বারা আইন ভঙ্গকে উপেক্ষা করছে। তিনি গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বানকারী বিক্ষোভকারীদের ঘৃণামূলক মিছিলকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। এক মাসের বেশি সময় আগে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রতি সপ্তাহান্তে লন্ডন এবং অন্যান্য ব্রিটিশ শহরে ফিলিস্তিনিপন্থী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সরকার একটি পদযাত্রা পরিকল্পনা করার জন্য আয়োজকদের সমালোচনা করেছে। শনিবার আরমিস্টিস দিবস। এটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির বার্ষিকী। এদিন ব্রিটেনে অনেকেই যুদ্ধে হতাহতদের স্মরণ করে। সুনাক রিমেমব্রেন্স উইকেন্ডে পরিকল্পিত বিক্ষোভকে উস্কানিমূলক এবং অসম্মানজনক বলে সমালোচনা করেছেন। ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের প্রাণঘাতী হামলার কারণে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে শনিবারের বিক্ষোভে হাজার হাজার মানুষ অংশ নিয়েছে। বিক্ষোভটি বামপন্থী গোষ্ঠী এবং মুসলিম সংগঠনগুলো পরিচালনা করেছে। এছাড়া ইসরাইলকে সমর্থন করে এবং ৭ অক্টোবরের হামলায় জিম্মিদের মুক্ত করার দাবিতে মুক্ত করার দাবিতে বিশাল সমাবেশ হয়েছে।

পাঠকের চিঠি

ঝাড়খণ্ড রত্ন,কবি,লেখক ও সমাজসেবক

স্বনাম ধন্য বর্তমানে খ্যাতিমান কবি ,সাহিত্যিক ,সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় ,, সুনীল কুমার দে রচিত মহা তীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম পুস্তকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কারণ হরিনা মুক্তেশ্বর ধাম ঝাড়খণ্ডের বিখ্যাত শিবধাম যা মহা তীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম নামে খ্যাত এবং আমরা আঞ্চলিক ভাষায় বুড়া বাবার ধাম বলে থাকি।ঝাড়খণ্ডের এক নির্জন স্থান, যেখানে একসময় জনবসতি বিহীন ছিল ।সেই পরম শান্তিপ্রিয় নির্জনে ভোলা মহেশ্বর এর আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য কথা অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যা এতদিন বিভিন্ন জনের কাছে ভিন্ন ভিন্ন মতে সীমাবদ্ধ ছিল আজ তা পুস্তক রূপে সাহিত্য জগতকে উপহার দিলেন এবং অজানা অনেক কাহিনী ও ঘটনাএই পুস্তকের মধ্যে সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন ইতিপূর্বে আরও এক ঐতিহাসিক পুস্তক,, কাপড় গাদি ঘাটের রুঙ্কিনী মা,, নামে পুস্তক রচনা করেছেন যা ভক্ত মহলে ও ভ্রমণকারীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এছাড়াও,, যুগ পুরুষ বিনয় দাস বাবাজি,, নামক জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন ৩০ শে মার্চ ২০২৩ এ। ইতিহাস রচনা করা এত সহজ কথা নয়, বলতে গেলে অত্যন্ত দুঃ সাহসিক কাজ দাদা কয়েক মাসের মধ্যে তিন তিন ঐতিহাসিক পুস্তক প্রকাশিত করে ইতিহাস রচনা করলেন। এছাড়াও নিত্য নতুন অতি সরল ভাবভঙ্গী দিয়ে সমৃদ্ধশালী লেখনি ,প্রত্যহ বিভিন্ন পত্রিকায় ও পুস্তকের প্রকাশিত হয়েই চলেছে। অগাধ জ্ঞানের ভান্ডারে পরিপূর্ণ, ধর্ম বিপ্লবী, ত্যাগী, মানবপ্রেমী, স্নেহ ভালবাসায় পরিপূর্ণ হৃদয়, বিজ্ঞানভিত্তিক বিচার ও ধর্মকেন্দ্রিক মন তাঁর। এ কথা শুধু আমারই কথা নয় বিভিন্ন পাঠকের নিজস্ব বিচারগুলোকে তুলে ধরেছি এবং উনার রচিত পুস্তক পড়লেই বোঝা যাবে। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব রয়েছে যা অল্প কথায় মূল্যায়ন করা যাবে না তাই বলতে পারি যে এক ঘটি জল থেকে মাত্র এক চামচ জল তোলা হবেএছাড়া আর কিছু নয়।সুনীল দার রচিত বিভিন্ন ভাবধারার কিছু পুস্তকের সূচি দিলাম।আমি উনার বই যতই পড়ছি ততই মুগ্ধ ও অবাক হচ্ছি আর ভাবছি ঝাড়খন্ডের এতো বড় প্রতিভা কে কেন এখনো রাজ্য স্তরে ও কেন্দ্র স্তরে সম্মান দেওয়া হয় নি যার তিনি একশো প্রতিশত পাওয়ার যোগ্য।

বীথিক মণ্ডল, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আদালত থেকে জামিন পেয়ে মুক্ত উগ্র সম্প্রদায়িক মন্তব্য করে গ্রেফতার হওয়া কংগ্রেস বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লা

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মামলাটিকে লজিক্যাল কনক্লুশনে নিয়ে যাবেন বলে মন্তব্য করার পরেও বিধায়কের জামিন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ একদিন পুলিশের হেফাজতে থেকেই অবশেষে জামিন পেলেন জলেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লা। একদিনের পুলিশ পুলিশ হেফাজত সম্পূর্ণ হওয়ার পর কংগ্রেস বিধায়ককে মহানগরের সিযেএম আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। সম্পূর্ণ মামলার শুনানি গ্রহণ করে বিভিন্ন শর্তের সঙ্গে বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লার জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাজস্থান, ছত্রিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে এই মামলাটিকে লজিক্যাল কনক্লুশনে নিয়ে যাবেন বলে মন্তব্য করার পরেও অবশেষে বিধায়কের জামিন মঞ্জুর হয়েছে।

প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কড়া বার্তার পর উগ্র সম্প্রদায়িক মন্তব্য করে অবশেষে গ্রেফতার হয়েছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লা। গ্রেফতারের পরের দিন তাকে আদালতে হাজির করানো হলেও কংগ্রেস বিধায়ককে একদিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে সেই একদিন সমাপ্ত হওয়ার পর বৃহস্পতিবার বিকালে কংগ্রেস বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লাকে ফের একবার সিযেএম আদালতে হাজির করিয়েছে পুলিশ। আদালত এই মামলার শুনানি গ্রহণ করে দুই পক্ষ যাচাই করার মাধ্যমে কংগ্রেস বিধায়কের জামিন মঞ্জুর করেছে। তবে জামিনের সঙ্গে আদালত বেশ কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ জিহাদী বলে আখ্যা দেওয়া কিংবা কংগ্রেস বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লার উগ্র সম্প্রদায়িক মন্তব্যের বিরুদ্ধে কঠোর স্থিতি নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রীর এই কড়া বার্তার পরেই এবং জনৈক দীপক কুমার দাস মহানগরের দিশপুর থানায় উগ্র সম্প্রদায়িক মন্তব্য করা কংগ্রেস বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লার বিরুদ্ধে মামলা রজ্জু করার পর তাকে বিধায়ক আবাস থেকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। কংগ্রেস বিধায়কের গ্রেফতারের পর রাজ্যের রাজনীতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। দলীয় সতীর্থ বিধায়করা কংগ্রেস বিধায়কের গ্রেফতারের পর তার সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে আফতাব উদ্দিন মোল্লার পক্ষে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

এদিকে রাজস্থান, ছত্রিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে কংগ্রেস বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লাকে গ্রেফতার করার কারণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেছেন উগ্র সম্প্রদায়িক মন্তব্য করে কংগ্রেস বিধায়ক সমাজের দুটি ধর্মের মধ্যে বিভেদ আনার প্রচেষ্টা করেছেন। এই ধরনের সাম্প্রদায়িক মন্তব্য সরকার কোনোভাবে সহ্য করবে না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। ফলে স্বাভাবিকভাবে এই মামলাটিকে লজিক্যাল কনক্লুশনে নিয়ে যাওয়া হবে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরেও অবশেষে কংগ্রেস বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লা আদালত থেকে জামিন পেতে সক্ষম হয়েছেন।

এপিএসসি কেলেঙ্কারিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

৩৪ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ, ইতিমধ্যে ২০১৩-১৪ সালের ৫৭ জন অফিসারকে বরখাস্ত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এপিএসসি কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে আচমকা কঠোর স্থিতি গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি এই কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সক্রিয় হয়ে উঠে এবার এপিএসসি কেলেঙ্কারিতে জড়িত ৩৪ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাছাড়া এই মামলা সংক্রান্তে ইতিমধ্যে ২০১৩-১৪ সালের ৫৭ জন অফিসারকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত সম্প্রতি মহানগরের জনতা ভবনে স্থিত নবনির্মিত লোক সেবা ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন বিপ্লব কুমার শর্মা তদন্ত কমিটির প্রথম প্রতিবেদনে ২০১৩-১৪ সালের প্রতিজন নির্বাচিত প্রার্থীকে বরখাস্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সেই প্রতিবেদনে ৩৪ জনের নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে ২০১৩-১৪ সালের সম্পূর্ণ ব্যাচকে বরখাস্ত করার সাহস তিনি পাচ্ছেন না। আদালতের একজন বিচারপতি ন্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলেও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার ন্যায়ের পাশাপাশি মানবীয় দিকটিও নজরে রাখতে হয়। ফলে সম্পূর্ণ ব্যাচকে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে তিনি এখনই সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। তবে এক্ষেত্রে আদালত কোনো ধরনের নির্দেশ দিলে সেটা অবশ্যই পালন করা হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অবশেষে এপিএসসির অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই অসম সরকার এপিএসসির ২০১৩ সালের এসিএস, এপিএস এবং অন্যান্য সেবার জন্য নির্বাচিত ৩৪ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্য ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নিয়েছে। বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মা তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের আঁধারে এবং মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্দেশ মর্মে সরকার এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য এই সম্পূর্ণ বিষয়টির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী কঠোর স্থিতি নিয়ে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ জারি করেছেন।

একইভাবে ২০১৫ সালের ১২ মে তে ফলাফল ঘোষণা করা এপিএসসির প্রারম্ভিক এবং মূল পরীক্ষার টেবিলেশ্বন শ্বীটে নম্বরের গন্ডগোলের ক্ষেত্রে নাম জড়িয়ে থাকা অফিসারদের বিরুদ্ধেও বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মা তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের আঁধারে ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৩ এবং ১৪ সালে সংযুক্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ঘটা অনিয়ম সংক্রান্তে ইতিমধ্যে ৫৭ জন এসিএস, এপিএস তথা অন্যান্য সেবায় নিযোজিত অফিসারদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিরোধী পক্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তৎপর হয়ে থাকার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনায় মুখর হয়ে রয়েছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এপিএসসি কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কঠোর স্থিতির পর ২০১৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত উত্তীর্ণ প্রতিজন প্রার্থীর মধ্যে তীব্র উৎকণ্ঠা এবং আশংকার জন্ম নিয়েছে।

ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ ইন্ডিয়া অসমের ওয়াইল্ড উইজডম গ্লোবাল চ্যালেঞ্জের নর্থ ইস্ট ফাইনাল

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি আমোদ জনক এবং ইন্টারেক্টিভ পদ্ধতির মাধ্যমে সন্নিবিষ্ট করার জন্য ২০০৮ সালে প্রথম ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ ইন্ডিয়া অসমের ওয়াইল্ড উইজডম গ্লোবাল চ্যালেঞ্জ শুরু করা হয়েছিল। এরই অংশ হিসাবে মহানগরের রয়েল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটিতে রাজ্য পর্যায়ের বন্য জ্ঞান গ্লোবাল চ্যালেঞ্জ ২০২৩ এর নর্থইস্ট ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার উত্তরপূর্ব ভারত থেকে ৩৬৪৬৪ জন ছাত্রছাত্রী ২০৫টি বিদ্যালয়ে কুইজ প্রতিযোগিতার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছিল। অবশেষে ১৪৯ টি বিদ্যালয় রাজ্য পর্যায়ের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে।

প্রসঙ্গত এই কুইজ ইতিমধ্যে সারা বিশ্বের সর্ববৃহৎ বন্যপ্রাণী কুইজ প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে। এর মাধ্যমে ৯০ এর বেশি দেশের ৭ লক্ষের অধিক ছাত্রছাত্রীকে এক্ষেত্রে নিযোজিত করে পরিবেশের বিষয়ে জানার এবং সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেছে। এবারের ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ ইন্ডিয়া অসমের ওয়াইল্ড উইজডম গ্লোবাল চ্যালেঞ্জের থিম ছিল বার্ডস অফ দা ওয়ার্ল্ড। এ প্রতিযোগিতায় ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছে। এই কুইজ শ্রেণী কোঠা পর্যায়, রাজ্য পর্যায়, সর্বভারতীয় পর্যায় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ ইন্ডিয়া অসমের ওয়াইল্ড উইজডম গ্লোবাল চ্যালেঞ্জের নর্থ ইস্ট ফাইনাল অনুষ্ঠানে অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং অসমের বিভিন্ন জেলার ৮০ টি বিদ্যালয়ের ১৬০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গুয়াহাটি, তিনসুকিয়া এবং শিলচরে থাকা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সহ মহর্ষি বিদ্যামন্দির, ডন বসকো বিদ্যালয়, আর্মি পাবলিক স্কুল, সেন্ট ম্যারেজ বিদ্যালয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুয়াহাটির সিবিএসছিআরও এর রিজনাল অফিসার লক্ষণ লাল মিনা। তাছাড়া ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ ইন্ডিয়া অসমের রাজ্য সমন্বয়ক অর্চিতা বড়ুয়া ভট্টাচার্য, রয়েল গ্লোবাল বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ বিনীতা জৈন। নিজের বক্তব্যে অর্চিতা বড়ুয়া ভট্টাচার্য বলেন কুইজ শুধুমাত্র প্রতিযোগিতা নয় বরং এই গ্রহটির শোভা বাড়ানো বৈচিত্র্যময় পক্ষী জীব সংরক্ষণের জন্য জ্ঞান কৌতূহল এবং দায়বদ্ধতার এক উদাহরণ। ওয়াইল্ড উইজডম গ্লোবাল চ্যালেঞ্জ প্রত্যেককে এই অবিশ্বাস্য জীব গুলোর বিষয়ে অধিক জানতে সাহায্য করে। তাছাড়া সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে জীবের বাসস্থান এবং জনসংখ্যা সংরক্ষণের প্রযোজনীয়তা বোঝার ক্ষেত্রেও এটা উৎসাহিত করে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্য অতিথি লক্ষণ লাল মিনা বলেন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জীবজন্তু নিয়ে সজাগতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নেওয়া এই পদক্ষেপ প্রশংসার যোগ্য। একই সঙ্গে নিজের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের কঠোর পরিশ্রম করার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য এই কুইজ পরিচালনা করার দায়িত্ব ছিলেন প্রখ্যাত কুইজ মাস্টার আভ্র দাস। ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ ইন্ডিয়া অসমের ওয়াইল্ড উইজডম গ্লোবাল চ্যালেঞ্জের নর্থ ইস্ট চ্যাম্পিয়নের উপাধি পেয়েছে মহানগরের সরলা বিরলা জ্ঞানজ্যোতি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ঋত্বিক আনন্দ এবং অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী গর্বিতা জৈন। দ্বিতীয় স্থানে ছিল তেজপুরের বিবেকানন্দ কেন্দ্র বিদ্যালয়এবং তৃতীয় স্থান পেয়েছে মহানগরের সাউথ পয়েঃট স্কুল। চতুর্থ স্থানে ছিল ডিপিএস দুলিয়াজান এবং পঞ্চম স্থান পেয়েছে ডিব্রুগড় বিদ্যালয়। মুখ্য অতিথি লক্ষণ লাল মিনা, ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ ইন্ডিয়া অসমের রাজ্য সমন্বয়ক অর্চিতা বড়ুয়া ভট্টাচার্য, রয়েল গ্লোবাল বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ বিনীতা জৈন, কুইজ মাস্টার আভ্র দাস প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেছেন।

টুকরো খবর

সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট সমাজসেবী শিশির গুপ্তের ১২ তম স্মরণ সভা পালিত হলো

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা পুরুলিয়া জেলার সুইসা সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শিশির গুপ্তের জন্মদিনে তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তির পাদদেশে দ্বাদশতম স্মরণসভা পালিত হল বাঘমুন্ডির সুইসাতে। ১৯৫৮ সালে সমিতির জন্মলগ্ন থেকেই তিনি প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ছিলেন এই সমিতির সম্পাদক। জেলার সমবায় আংেদালন, নানারকম সমাজসেবামূলক কাজকর্ম এবং মানভূম জেলার বঙ্গভুক্তি আংেদালনে তাঁর ভূমিকার কথা আজও স্থানীয় মানুষজন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, শঙ্খধ্বনি ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। পেশায় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক শিশিরবাবুর কর্মজীবন, আদর্শ ন্যায়পরায়ণতা, সততা, নিষ্ঠা এবং সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষজনের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা - এসব নিয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌম্যনাথ মল্লিক ও প্রাক্তন ডাইরেক্টর গৌর মুখার্জি, বিশিষ্ট সমাজসেবী অবনীভূষণ সিংহ, প্রাক্তন শিক্ষক গিরিধারী সাউ, সুইসা সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক হীরাধর কুইরী প্রমুখ।অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কমলাকান্ত প্রামাণিক। দরিদ্র কৃষকদের কোদাল গামছা এবং দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ এবং সুইসা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম স্থানাধিকারীদের সম্মাননা প্রদান এবং পংক্তিভোজনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। শিশির গুপ্তের পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর ছোট বোন সরস্বতী গুপ্ত, খুড়তুতো ভাই কিশোর গুপ্ত, দুই পুত্র ও এক ভাতুস্পুত্র সহ স্থানীয় আপামর জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন। সুইসা সমিতির ম্যানেজার আহ্লাদ পাল সহ কর্মচারী মহীতোষ মাহাত, রঞ্জিত ভগত, মনোজ ভগতের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

বাসি খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে অসুস্থদের চিকিৎসা চলছে,কয়েক জনের মৃত্যুর কারণে রাজনগর এলাকার মানুষ শোকাচ্ছন্ন

রাজনগর, বীরভূম। বাসি খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে রাজনগর থানার ছোটবাজার ও মালিপাড়ার বেশ কয়েকজন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পুরুষ মহিলাদের পাশাপাশি তাঁদের মধ্যে শিশুও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে একজন শিশু সহ মোট তিনজনের মৃত্যু ঘটেছে বলে সংবাদ সূত্রে ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে। অসুস্থদের প্রথমে রাজনগর ব্লক গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরে সিউড়ি হাসপাতালে রেফার করা হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন গুরুতর অসুস্থ। প্রায় ২০ জন রোগী এখন সিউড়িতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, রাজনগর থানার ছোটবাজারের এক ব্যক্তি ও এক শিশুর মৃত্যু ঘটে। সাধু বাগ্দী নামে ওই ব্যক্তির মৃত্যুর বিষয়ে অবশ্য মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। কেউ বলেন খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কেউ বলেন অন্য রোগে আক্রান্ত হয়ে। শিশুটি এবং ওই ব্যক্তি একই পরিবারের। শিশুর দাদু হচ্ছেন তিনি। ফলে এমন মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। অন্যদিকে রাজনগর মালিপাড়ার পেশায় ফটোগ্রাফার ও একটি স্টুডিওর মালিক সুশান্ত ওরফে মুকুল মালাকার অসুস্থ হয়ে সিউড়ি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। গতকাল তাঁর মৃত্যু ঘটে। আজ বৃহস্পতিবার তাঁকে দাহ করার উদ্দেশ্যে বক্রেশ্বর শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। শোক স্তব্ধ এলাকাবাসী। বিষয়টি নিয়ে জেলা জুড়ে হৈচৈ শুরু হয়েছে। জেলা প্রশাসনের কর্তারা হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নেন। সংশ্লিষ্ট গ্রামে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধিরাও যান। ঠিক কি কারণে এমন ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাত হলেই বাড়ির গোয়ালে অজানা জন্তুর আক্রমণ

খাতড়া ঃ রাত হলেই বাড়ির গোয়ালে অজানা জন্তুর আক্রমণ। প্রাণ যাচ্ছে গৃহপালিত পশুপাখির। আর এতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁকুড়ার খাতড়ার মেঝারিগোড়া গ্রামে। খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরে, বনদপ্তরের কর্মীরা এসে জন্তুর পায়ের ছাপ পরীক্ষা করেন। পাশাপাশি জন্তুর খোঁজে বনদপ্তরের তরফে গ্রামে ট্রাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। রাতে গোয়ালে ঢুকে ছাগল, মুরগি ও টিয়া পাখি নিয়ে পালায় কোনো এক অজানা জন্তু। ঘটনাটি মঙ্গলবার রাতে খাতড়ার মেঝারিগোড়া গ্রামে। বাসিন্দারা জানান গ্রামের বেশ কয়েকটি বাড়ির গোয়ালে ঢুকে ছাগল, মুরগি ও টিয়া পাখির উপর আক্রমণ চালায় হায়না জাতীয় জন্তুর দল। বাড়ির পেছনের দিকে খামারে ওই জন্তুর দলের পায়ের ছাপ স্পষ্ট রয়েছে। বাসিন্দাদের মধ্যে তারিণী পালের অভিযোগ, পর পর দুই রাতে তার গোয়ালে ঢুকে চারটি ছাগল ও মুরগির উপরে আক্রমণ চালায় ওই জন্তুর দল। একটি ছাগলকে নিয়ে পালিয়ে যায় জন্তুরা ও বাকি তিনটিকে আহত করে ফেলে দিয়ে যায়। পরে ওই তিনটি ছাগলের মৃত্যু হয়। প্রায় ২৭ বছর ধরে থাকা এক টিয়া পাখিও নিয়ে পালিয়েছে ওই জন্তুরা বলে তার অভিযোগ। আরেক বাসিন্দা অষ্টমী মাহাতোর জানান, এরকম জন্তুর পায়ের ছাপ আগে কোনদিন দেখা যায়নি। প্রাচীর টপকে বাড়ির ভেতরে ঢুকে মুরগি নিয়ে পালিয়েছে ওই জন্তুর দল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কে রয়েছেন তারা। ঘটনা জানাজানি হতেই বাসিন্দারা বুধবার সকালে বনদপ্তরে খবর দেয়। বন বিভাগের খাতড়া রেঞ্জের কর্মীরা গ্রামে এসে পায়ের ছাপ সংগ্রহ করেন। গতকাল বুধবার রাতে খাতড়া রেঞ্জের কর্মীরা এসে বাড়ির খামারে ক্যামেরার বসিয়ে রাখেন ও নজরদারি চালান সারারাত ধরে। বন বিভাগের খাতড়া রেঞ্জের আধিকারিক সীতারাম দাস জানান ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। গতকাল সারারাত্রি নজরদারি চালানো হয়েছে। কিন্তু কোন রকম অজানা জন্তুর দেখা পাওয়া যায়নি। আজ রাতেও নজরদারি চালানো হবে পাশাপাশি ক্ষতি হওয়া গৃহপালিত পশুর ক্ষতিপূরণ আবেদনের ভিত্তিতে পরিবারগুলোকে দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। তবে আতঙ্কের কোন কারণ নেই বলে তিনি বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করেছেন।

হাওড়া স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার হলো লুটেরা গ্যাংয়ের ৫ পান্ডা

কলকাতা ঃ দীপাবলির আগে হাওড়া স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার হলো লুটেরা গ্যাংয়ের ৫ পান্ডা। রেল পুলিশের তৎপরতায় এই গ্যাংয়ের সন্ধান মিলেছে। জানা গেছে, ঘুমের ওষুধ মেশানো ঠান্ডা পানীয় খাইয়ে সহযাত্রীদের বেহুঁশ করে তাদের মালপত্র লুট করতো এই গ্যাংটি। বৃহস্পতিবার হাওড়া স্টেশনের ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আপ মিথিলা এক্সপ্রেসের জেনারেল বগির সামনে থেকে এদের হাতেনাতে ধরা হয়। এদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ঘুমের ওষুধ ও ঠান্ডা পানীয়ের বোতল। এদের গতিবিধি দেখে রেল পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় সেখান থেকেই এদের আটক করে জেরা করা হয়। পরে এদের গ্রেপ্তার করা হয়। দীপাবলি ও ছটপুজোর আগে হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন দূরপাল্লার ট্রেনে এই চক্রটি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল বলে জানা গেছে।

প্রিপেইড স্মার্ট মিটার প্রকল্প বাতিলের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়েছে সিটু

জলপাইগুড়ি ঃ রাষ্ট্রায়ত্তে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র সম্পূর্ণ বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ অবৈধ প্রিপেড স্মার্ট মিটার প্রকল্প বাতিলের দাবিতে ডিভিশনাল ম্যানেজার এর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করলেন সি আই টি ইউ জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে। বর্তমান সমস্ত বিধান লঙ্ঘন করে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মেনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বিতরণ নিগম একতরফা সিদ্ধান্তে প্রিপেড স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ শুরু করেছে। সংগঠনের অভিযোগ এই প্রিপেইড স্মার্ট মিটার প্রকল্প যার মূল লক্ষ্য সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া। এই স্মার্ট মিটার লাগু হলে ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষ তার বিদ্যুতের অধিকার হারাবে আর্থসামাজিক পরিষেবা থেকে বিদ্যুৎ পরিণত হবে পাজেরি পণ্যে। ফটকা বাজারের মাধ্যমে আগামী দিনের বিদ্যুৎ এর মাশুল বাড়ার ফলে বিদ্যুৎ মধ্যবিত্ত গরীব মানুষের বাইরে চলে যাবে। দিনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাসল হওয়ার ফলে সবচেয়ে বেশি প্রযোজন এর সময় বিদ্যুতের সর্বোচ্চ মূল্য দিতে হবে বলে সংগঠনের অভিযোগ। আরেক দিকে এই প্রিপেইড মারপিটালে লাগলো হলে সরাসরি কারা কাজ হারাবেন বহু অস্থায়ী ঠিকা কর্মীরা এই প্রিপেইড স্মার্ট মিটার প্রকল্পে প্রযুক্তিগত কারিগরি ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ সম্পন্ন ভাবে থাকবে বেসরকারি সংস্থার হাতে। সংগঠনের অভিযোগ জনগণের অর্থে গড়ে তোলা সরকারি পরিকাঠামো ব্যবহার করে বেসরকারি সংস্থা এক টাকাও বিনিযোগ না করে বিপুল অর্থের ব্যবসা করবে। বিপুল মাসুল বৃদ্ধির ফলে গরিব মানুষ এবং গ্রামের মানুষ বিদ্যুতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়ে বৃদ্ধি হবে খুদাও দারিদ্র্যের। তাই সংগঠন দাবি তোলেন অবিলম্বে জনস্বার্থ বিরোধী প্রিপেইড স্মার্ট মিটার প্রকল্প বাতিল করতে হবে। বিদ্যুৎ আইন প্রস্তাবিত সংশোধনী বাতিল করতে হবে। পারস্পরিক ভর্তির প্রথা বজায় রাখতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজনীয় উপাদানের সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে কোন অংশ বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া চলবে না। এই দাবি ডিভিশনাল ম্যানেজারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখা হয়। সংগঠনের আরো অভিযোগ ইতিমধ্যে কেরল সরকার ঘোষণা করেছে এই প্রিপেড স্মার্ট মিটার ব্যবহার করা হবে না তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন করতে পারছে না। স্মারকলিপি প্রদানে নেতৃত্ব দেন সি আই টি ইউ নেতা কৃষ্ণ সেন নীলাঞ্জন নিযোগী মিঃটু নন্দী দুলাল রায় জাবেদ হোসেন দেবদূত পাল প্রমুখে।

ডোনাল্ডের বিদায়, পাকিস্তান নিয়ে 'বিকৃত' টুইট সেহওয়াগের, ভারত কি 'নার্ভাস'?

মুম্বাই ঃ আগামীকাল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপের ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের হতাশাজনক বিশ্বকাপ আসর শেষ হতে যাচ্ছে। আগামীকাল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপের ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের হতাশাজনক বিশ্বকাপ আসর শেষ হতে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ফাস্ট বোলিং কোচ অ্যালান ডোনাল্ড এবং কম্পিউটার বিশ্লেষক শ্রিনিবাস চন্দ্রশেখরন নিজেদের বিদায় ঘোষণা দিয়েছেন। অ্যালান ডোনাল্ডের সাথে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের চুক্তি ছিল এই নভেম্বর মাস পর্যন্ত। তবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পুনেতে ম্যাচের পরেই মুম্বাই থেকে সরাসরি দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্লাইট ধরবেন অ্যালান ডোনাল্ড। ক্রিকইনফোকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে অ্যালান ডোনাল্ড মন্তব্য করেছেন যে বিশ্বকাপের পর আরো এক বছরের জন্য বাংলাদেশের কোচ হিসেবে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলেও সেই চিন্তা থেকে সরে এসেছেন তিনি। পরিবারকে সময় দেয়ার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্রিকইনফোকে জানান মি., ডোনাল্ড। তিনি বলেন, আমি ভেবে দেখেছি এক বছর অনেক লম্বা সময়। আর এই সময়ের মধ্যে দলের সূচীও অনেক ব্যস্ত। আমার মনে হয়েছে যে এখন আমার পরিবার নিয়ে চিন্তা করা উচিৎ। বাংলাদেশের ক্রিকেটে কোচদের বিদায়বেলায় বোর্ডের সাথে সম্পর্কের অবনতি যেন অবধারিত। ডোনাল্ডের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সাকিব আল হাসান ও অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজের বহুল আলোচিত টাইম আউটের পর অ্যালান ডোনাল্ড একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন তার এই ধরনের ডিসমিসাল পছন্দ হয়নি একেবারেই। পরে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে ডোনাল্ডকে একটি কারণ দর্শানো নোটিশ পাঠিয়েছে এবং নিজেদের অসন্তোষের কথা জানিয়েছেন। এছাড়া বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাথে প্রায় ৬ বছর ধরে কাজ করা বিশ্লেষক শ্রিনিবাস চন্দ্রশেখরনও একটি ফেসবুক পোস্ট দিয়ে জানিয়েছেন আর থাকছেন না তিনি সাকিব-মুশফিকদের দলের সঙ্গে। তবে তিনি বাংলাদেশে কাজ করবেন আবারও, সামনের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে রংপুর রাইডার্সের অ্যানালিস্ট হিসেবে দেখা যাবে এই ভারতীয় বিশ্লেষককে। ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩ এর সেমিফাইনাল লাইন আপ অনেকটাই নিশ্চিত, কারণ পাকিস্তান ও আফগানিস্তান আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব এক সমীকরণের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেক্ষেত্রে এক সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা আরেক সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত ও নিউজিল্যান্ড। পাকিস্তানের বিদায় অনেকটাই নিশ্চিত হওয়ার পর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ভিরেন্দর সেহওয়াগ সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, পাকিস্তান জিন্দাভাগ। পাকিস্তানের স্লোগান, পাকিস্তান জিন্দাবাদকে বিকৃত করে ভারতের সাবেক এই ওপেনিং ব্যাটার এই টুইটটি করেছেন। যেখানে ভারতেরই অনেকে সেহওয়াগের এমন টুইটের বিরোধিতা করে মন্তব্য করছেন। একজন লিখেছেন, এসব কাজ সমর্থকদের মানায়। আপনি একজন ক্রিকেটার ছিলেন, আপনার এমন কোনও পোস্ট দেয়া উচিৎ হয়নি। সেহওয়াগ তার টুইটে যুক্ত করে দিয়েছেন, সাবধানে বাড়ি যাবেন। স্পষ্টতই প্রতিবেশী এবং চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ পাকিস্তানের বিশ্বকাপ যাত্রা একরকম শেষ হয়ে যাওয়াতে নিজের আনন্দ লুকোতে পারছেন না সেহওয়াগ। এটাকে আবার সমর্থকরাই মনে করছেন, ক্রিকেটারের জন্য এমন আচরণ বাড়াবাড়ি। পাকিস্তানের এখন একটা ম্যাচই বাকি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। সেই ম্যাচের আগে পাকিস্তানে চোখ ছিল শ্রীলঙ্কা বনাম নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার ম্যাচের দিকে। এই ম্যাচে শ্রীলঙ্কা জয় পেলে বা কোনও কারণে এই ম্যাচের কোনও ফলাফল না এলে পাকিস্তান ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জিতলেই পয়েন্ট তালিকায় সুবিধাজনক একটা অবস্থানে চলে আসতো। কিন্তু পাকিস্তানকে চূড়ান্ত হতাশ করেছেন শ্রীলঙ্কান ব্যাটাররা। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে ৪৬ ওভার ব্যাট করে মাত্র ১৭১ রান তুলতে পেরেছে শ্রীলঙ্কা। এটা নিয়েও ভিরেন্দর সেহওয়াগ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মজা করেছেন। তিনি লিখেছেন, পাকিস্তানের মজার বিষয় হচ্ছে তারা যেই দল সমর্থন করা শুরু করে তারা পাকিস্তানের মতো খেলা শুরু করে। নিউজিল্যান্ড মাত্র ২৩ ওভারেই এই রান তাড়া করে জয় তুলে নেয় এবং তাদের সেমিফাইনালে জায়গা অনেকটাই নিশ্চিত করে। 'অনেকটাই' বলতে হচ্ছে এর কারণ পাকিস্তানের এখনও কাগজে কলমে সুযোগ রয়েছে। তবে মাঠে সেটাকে অসম্ভবই বলছেন বিশ্লেষকরা। পাকিস্তান যদি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আগে ব্যাট করে তবে ২৮৭ রানের ব্যবধানে জিততে হবে। যদি পরে ব্যাট করে আড়াই ওভারের মধ্যে রান তাড়া করতে হবে। আফগানিস্তানের জন্য এই সংখ্যার লড়াইটা আরও অবাস্তব, আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আহমেবাদাদে আফগানিস্তান মাঠে নামবে। এই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৪৩৮ রানের ব্যবধানে হারাতে পারলে নিউজিল্যান্ডের নেট রান রেট টপকাতে পারবে আফগানিস্তান। এ কারণেই ধরে নেয়া হচ্ছে নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনাল খেলছে। সেমিফাইনালের একটা স্পটই ফাঁকা ছিল, ভারতের প্রতিপক্ষ হিসেবে সেখানে নিউজিল্যান্ডই খেলছে সব ঠিকঠাক থাকলে। ইতোমধ্যে ২০১৯ বিশ্বকাপের স্মৃতিচারণ শুরু হয়ে গেছে। ম্যানচেস্টারের সেই সেমিফাইনাল নিয়ে আলোচনা এখনও প্রায়ই শোনা যায়, নানা ঘটনার কারণেই ক্রিকেট অনুরাগীদের স্মৃতিতে গেঁথে গেছে সেই ম্যাচটি। রস টেলর, কেইন উইলিয়ামসনের জুটি, জাদেজার ঝড়ো ইনিংস, ধোনির সংগ্রামী ফিফটি এবং মার্টিন গাপটিলের ডিরেক্ট থ্রোতে ধোনির রানআউট। নিউজিল্যান্ডের করা ২৩৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত ২২১ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল। প্রথম তিন রানেই তিন উইকেট হারিয়েছিল ভারত, ম্যাচসেরা হয়েছিলেন নিউজিল্যান্ডের ফাস্ট বোলার ম্যাট হেনরি। চলতি বিশ্বকাপের মাঝেই ম্যাট হেনরি চোট পেয়ে দল থেকে ছিটকে গিয়েছেন। এবারে ট্রেন্ট বোল্ট আছেন, এই বিশ্বকাপটা বোল্ট ঠিক তার ছন্দে ছিলেন না, তবে তিনি ফিরে আসছেন ধীরে ধীরে। গত ম্যাচে তিনি বিশ্বকাপের ইতিহাসে ষষ্ঠ বোলার হিসেবে ৫০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। ২০১৫, ২০১৯ বিশ্বকাপে ভারত সেমিফাইনালে বাদ পড়ে গিয়েছিল, এবার আবার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেই খেলা, তাই ভারতকে খানিকটা 'নার্ভাস' মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ১৫ই নভেম্বর মুম্বাইয়ে সম্ভাব্য সেমিফাইনাল নিয়ে ট্রেন্ট বোল্ট গণমাধ্যমে বলেছেন, ভারতের মনে কী আছে সেটা তো এখনই বলতে পারছি না। তবে বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে মুম্বাইয়ে বড় ম্যাচ খেলার চেয়ে ভালো আর কিছু হতেই পারে না। আমাদের জায়গা থেকে আমরা এই পর্যায়ে আসার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে খেলেছি এখন দেখা যাক কী হয়। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আইসিসি ইভেন্টে ভারতের রেকর্ড ভালো না, এ কারণেই এই ম্যাচ নিয়ে বাড়তি আলোচনা শুরু হয়ে গেছে।

শ্রীলঙ্কার সদস্যপদ স্থগিত করল আইসিসি

লন্ডন ঃ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগে শ্রীলঙ্কার সদস্যপদ স্থগিত করেছে আইসিসি। দেশটির ক্রিকেট বোর্ডে দুর্নীতির অভিযোগ এবং সে জন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ নিয়ে গত কিছুদিন ধরেই আলোচনা চলছিল। আইসিসির বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে শ্রীলঙ্কার সদস্যপদ স্থগিত করা হয়েছে। ১৯৮১ সালে আইসিসির পূর্ণ সদস্যপদ পেয়েছিল দেশটি।

আইসিসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'আইসিসি বোর্ড আজ সভায় বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করেছে। বিশেষ করে, স্বাধীনভাবে কাজ করতে ক্রিকেট প্রশাসনকে সরকারি হস্তক্ষেপের বাইরে থাকার প্রয়োজন ছিল। সময়মতো এই স্থগিতাদেশের শর্তগুলো জানিয়ে দেবে আইসিসি বোর্ড।' গতকালই বিশ্বকাপে শেষ ম্যাচটি খেলেছে শ্রীলঙ্কা। এ মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকার নয়ে আছে তারা। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডকে (এসএলসি) এর আগে বরখাস্ত করেছিল দেশটির ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। এরপর শ্রীলঙ্কাকে ১৯৯৬ বিশ্বকাপ জেতানো সাবেক অধিনায়ক অর্জুনা রানাতুঙ্গাকে চেয়ারম্যান করে বোর্ডে অর্ন্তবর্তীকালিন কমিটিও গঠন করা হয়। কিন্তু শ্রীলঙ্কার আপিল আদালত অন্তর্বর্তীকালিন কমিটির কার্যক্রম দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী রোশান রানাসিংহে দেশটির ক্রিকেট বোর্ডকে বরখাস্ত করে রানাতুঙ্গার নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালিন কমিটি অনুমোদন করেন। একদিন পরই শ্রীলঙ্কার আদালত সে কমিটির কার্যক্রম দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেন। এরপর শ্রীলঙ্কার আইনসভাতেও এসএলসির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এমনিতে ১৯৭৩ সালে জাতীয় ক্রীড়া আইন অনুযায়ী, শ্রীলঙ্কার সব জাতীয় দল চূড়ান্ত অনুমোদনে ভূমিকা রাখেন দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী। ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, বোর্ডে সরকার নিযুক্ত অন্তর্বর্তীকালিন কমিটি ক্ষমতায় থাকলেও আইসিসি এর আগে এত দ্রুত সদস্যপদ স্থগিত করেনি। এর আগে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডে ২০১৪ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালিন কমিটি কাজ করেছে, তখন আইসিসি অর্থ দিয়েছে শর্তের ভিত্তিতে। তখন অবশ্য বোর্ড মিটিংয়ে এসএলসিকে পর্যবেক্ষক স্তরে নামিয়ে দিয়েছিল আইসিসি। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড তখনো আইসিসির সদস্য ছিল। আহমেদাবাদে আগামী ১৮-২১ নভেম্বর আইসিসির ত্রৈমাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। তবে এর আগে আজ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইনে আলোচনা করেছে আইসিসি বোর্ড। এসএলসির সব জায়গায় শ্রীলঙ্কা সরকারের হস্তক্ষেপ নিয়ে উদ্বিগ্ন আইসিসি। বোর্ড পরিচালনা থেকে আর্থিক বিষয়াদি এমনকি জাতীয় দলের বিভিন্ন বিষয়েও শ্রীলঙ্কা সরকারের হস্তক্ষেপ নিয়ে উদ্বিগ্ন ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক এই সংস্থা। ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডকে নিজেদের এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে আইসিসি এবং আগামী ২১ নভেম্বর আইসিসির বোর্ড মিটিংয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ জানানো হবে।

ব্যাটিংয়ে দুর্দান্ত, গ্লাভস হাতেও রেকর্ড ডি ককের

মুম্বাই ঃ বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত সময় কাটছে কুইন্টন ডি ককের। আফগানিস্তানের বিপক্ষে আজ ৪৭ বলে ৪১ রান করে আউট হওয়ার পথে হয়েছেন এবারের বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। ৯ ম্যাচে তাঁর রান ৫৯১। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার ফিল্ডিংয়ের সময় উইকেটের পেছনে গ্লাভস হাতে দারুণ এক কীর্তি গড়েছেন ডি কক।

আগে ব্যাট করে ২৪৪ রানে অলআউট হয় আফগানিস্তান। ৬টি ডিসমিসাল করেন উইকেটকিপার ডি কক। সব কটিই ক্যাচ। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপে এক ম্যাচে উইকেটকিপার হিসেবে সর্বোচ্চ ডিসমিসালের রেকর্ডে ভাগ বসালেন তিনি।

এর আগে ২০০৩ বিশ্বকাপে নামিবিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে ৬টি ডিসমিসালের রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি উইকেটকিপার অ্যাডাম গিলক্রিস্টের। ২০১৫ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচেও ৬টি ডিসমিসাল ছিল পাকিস্তানের সরফরাজ আহমেদের। তাঁদের সেই কীর্তিতে ভাগ বসিয়েছেন ডি কক।

ওয়ানডেতেও এক ম্যাচে সর্বোচ্চ ডিসমিসালের রেকর্ড ৬টি। গিলক্রিস্ট একাই ছয়বার এই কীর্তি গড়েছেন। ২০১৪ সালে বে ওভালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ডি ককও এক ম্যাচে ৬টি ডিসমিসাল করেছিলেন। এ ছাড়া অ্যালেক স্টুয়ার্ট, মার্ক বাউচার, মহেন্দ্র সিং ধোনি, জস বাটলার ও ম্যাট প্রায়ররা এক ম্যাচে ৬টি ডিসমিসাল করেছেন। এবার বিশ্বকাপ দিয়েই ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন ৩০ বছর বয়সী ডি কিক। তার আগে বিশ্বকাপে মনে রাখার মতো পারফরম্যান্সই উপহার দিচ্ছেন তিনি। ৯ ইনিংসে পেয়েছেন ৪টি শতক, ব্যাটিং গড় ৬৫.৬৬। স্ট্রাইক রেট ১০৯.২৪। আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করা দক্ষিণ আফ্রিকা আজ প্রথম পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলছে।

বিশ্বকাপে এক টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড শচীন টেন্ডুলকারের। ২০০৩ বিশ্বকাপে ১১ ম্যাচে ৬৭৩ রান করেছিলেন টেন্ডুলকার। ভারতীয় কিংবদন্তির রেকর্ড ভাঙতে আর ৮২ রান চাই ডি ককের। সে জন্য অন্তত আরও একটি ম্যাচ পাবেন তিনি।

গাজা দখল বা শাসন করার চিন্তা করছে না ইসরায়েল : নেতানিয়াহু

ইসরায়েল (ওয়েবডেস্ক)ঃ হামাসের সাথে যুদ্ধ সমাপ্তির পর ইসরায়েলের গাজা জয়, দখল বা শাসন করার কোন লক্ষ্য নেই বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল ফক্স নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, কোন সশস্ত্র বাহিনীর হুমকি ঠেকাতে একটা 'যথাযোগ্য শক্তির' সেখানে প্রবেশের দরকার হতে পারে। আমরা গাজা জয় করতে চাই না, আমরা গাজা দখল করতে চাই না এবং আমরা গাজা শাসন করতে চাই না, মি. নেতানিয়াহু যোগ করেন। বলেন, সেখানে একটা বেসামরিক সরকারের প্রয়োজন হবে, কিন্তু একই সাথে ইসরায়েলকে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে ৭ই অক্টোবরের মতো হামলা, যেখানে হামাস তাদের ১৪০০ জন নাগরিককে হত্যা করেছে, সেরকম আর ঘটবে না।

দরকার হলে একটা যথাযোগ্য বাহিনী গাজায় প্রবেশ করবে এবং হত্যাকারীদের হত্যা করবে। কারণ সেটাই হামাসের মতো আরেকটা সংস্থার গড়ে ওঠা ঠেকাবে, বলেন তিনি।

এর আগে নেতানিয়াহু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন গাজায় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে ইসরায়েল, যার সমালোচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

ইসরায়েল উত্তর গাজায় প্রতিদিন চার ঘণ্টার সামরিক বিরতি শুরু করতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি।

তবে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, এটা খুবই 'স্থানীয় এবং সামান্য একটা পদক্ষেপ' যা তাদের 'যুদ্ধ থেকে মনোযোগ সরাবে না'।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন এই সময়টায় দুটি 'জরুরি মানবিক পথ' দিয়ে মানুষজন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে যেতে পারবে। উত্তর গাজা থেকে বেসামরিক লোকদের বের হবার সুযোগ করে দিতে ইসরায়েলের প্রতিদিন বোমা হামলায় এই চার ঘণ্টার বিরতির বিষয়ে সম্মত হওয়া তাদের সঠিক সিদ্ধান্তের পথে একটি ধাপ।

ইসরায়েল এমন সময় এই সিদ্ধান্ত নিলো যখন প্রায় ১০ দিন পর ইসরায়েলি বন্দিদের এক ঝলক দেখলো বিশ্ব, গাজার দ্বিতীয় বৃহৎ সশস্ত্র গোষ্ঠী ইসলামিক জিহাদ দুই বন্দির একটা ভিডিও প্রকাশ করেছে।

বন্দিদের একজন ৭০ বছর বয়সী হানা কাতসির, যাকে একটা হুইলচেয়ারে বসে থাকতে দেখা যায়। ৭ই অক্টোবর সীমান্তবর্তী শহর নির ওজ থেকে তাকে ধরে নিয়ে আসা হয় গাজায়। আরেকজন হলো অল্পবয়সী এক কিশোর।

গাজায় ২৪০ জন বন্দির ভাগ্য নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে তীব্র আলোচনা চলছে দুই পক্ষের। তবে তাদের ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে কোন চুক্তিতে পৌঁছানোর বিষয়টি আপাতত আলোচনার বাইরে বলেই মনে করছেন বিবিসির পল অ্যাডামস।

ইসরায়েলের সেনাবাহিনী যখন গাজা শহরের কেন্দ্রস্থলে তীব্র লড়াইয়ে লিপ্ত ঠিক সেই সময় ইসরায়েলি বন্দিদের ভিডিওটি প্রকাশ পেল। গাজার দুটি প্রধান হাসপাতাল - আল শিফা ও আল কুদসের পাশেই হামাসের সাথে লড়াই চলছে ইসরায়েলি বাহিনীর।

বৃহস্পতিবার ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ) জানায় তারা আল শিফা হাসপাতালের পাশে হামাসের 'সামরিক দপ্তরে' অভিযান চালিয়ে অন্তত ৫০ জন 'সন্ত্রাসীকে' হত্যা করেছে।

এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান তিনি আল কুদস হাসপাতালের দিকেও ট্যাঙ্ক থেকে গুলি ছুড়তে দেখেছেন।

প্রায় দুই হাজার রোগী ও ৫০ হাজার উচ্ছেদ হওয়া মানুষ এখন আল শিফা হাসপাতালের ভেতরে আছে বলে জানা যাচ্ছে। এটি গাজা শহরের উত্তর রিমালের পাশে অবস্থিত সেখানকার সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। অন্যদিকে পশ্চিম তীরেও সহিংসতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। জেনিনের শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি অভিযানে ১৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে বলে জানায় সেখানকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

এর আগে বৃহস্পতিবার ইসরায়েলি বাহিনী কয়েক ঘণ্টার জন্য আবারও গাজার প্রধান সড়কটি খুলে দেয় যাতে বেসামরিক নাগরিকরা দক্ষিণে সরে যেতে পারে। হাজার হাজার লোক এসময় পায়ে হেঁটেই রওয়ানা দেন। তবে যুক্তরাষ্ট্র বলছে ইসরায়েলের সাথে তারা আলোচনা চালিয়ে যাবে সামরিক বিরতির সময় ও স্থায়িত্ব নিয়ে।

মি. বাইডেন জানান একইসাথে গাজায় সাহায্য ও সহায়তা কীভাবে আরও বাড়ানো যায় সে চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। তিনি বলেন, তারা প্রতিদিন অন্তত ১৫০টি ত্রাণবাহী ট্রাক সেখানে প্রবেশ করানোর লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছেন।

কিন্তু জাতিসংঘ বলছে এখন যে পরিমাণ সাহায্য গাজায় ঢুকছে তা সেখানকার 'অসহনীয়' মানবিক পরিস্থিতি ও মানুষের চাহিদার তুলনায় 'খুবই সামান্য'। প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে আবারও গাজায় যুদ্ধবিরতির আহবান জানানো হয়।

জাতিসংঘ বলছে তাদের ৯৯ জন সহকারী মারা গিয়েছে জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থার (ইউএনআরডব্লিউএ) যোগাযোগ বিষয়ক পরিচালক জুলিয়েট টোওমার সাথে কথা হয় বিবিসির। তিনি বলেন, গাজার পরিস্থিতি দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে। ইউএনআরডব্লিউএ এই মুহূর্তে তাদের ১৫০টি আবাস থেকে ৭ লাখের বেশি লোককে সাহায্য করছে বলে জানান মিজ টোওমা। বিবিসি নিউজ চ্যানেলকে তিনি বলেন, তার কলিগের মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে, যা এই মুহূর্তে ৯৯ জনে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের সাপ্লাই আসছে না এবং জ্বালানি সংকট রয়েই গিয়েছে, তিনি যোগ করেন, জাতিসংঘের কোন কর্মকর্তাকে পেলেই বাচ্চারা একটু রুটি বা পানি চাইছে তাদের কাছে।

তিনি জানান তাদের কাজ চালিয়ে যেতে এই মুহূর্তে দুটি জিনিস প্রয়োজন,জ্বালানি ও মানবিক যুদ্ধবিরতি।

গত ৭ই অক্টোবর হামাসের হামলার পর থেকে গাজায় আর কোন জ্বালানি ঢুকতে দেয়নি ইসরায়েলি বাহিনী। তবে সেখানে কোন মানবিক বিপর্যয় ঘটছে বলে জাতিসংঘের অভিযোগ অস্বীকার করছে তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি জানান তারা ইসরায়েলের উপর চাপ অব্যাহত রাখবে যেন তারা মানবিক সাহায্যের মধ্যে জ্বালানিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং মিশরের রাফাহ সীমান্ত দিয়ে প্রবেশের অনুমতি দেয়।

প্রত্যেক দিন এই সহিংসতায় আমরা বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার ফটোগ্রাফারদের থেকে শত শত ছবি পাচ্ছি। এর মধ্যে কিছু ছবি এতোটাই হৃদয় বিদারক যে সেগুলো ছাপানোটাও অসম্ভব। যার মধ্যে আছে মারাত্মক আহত হওয়া শিশুদের হাসপাতালে নেয়ার দৃশ্য, বাবামা ছোট্ট শরীরকে কাফনে মুড়িয়ে ধরে আছে, কখনো তাদের মুখটা শুধু দেখা যাচ্ছে।

টুকরো খবর

বিজেপি সাংসদদের উদ্যোগে শিবনিবাস ধামে বৈদ্যুতিক চুল্লির কাজ শুরু হতে চলেছে

নদীয়া ঃ ১৮ ই আগস্ট নদীয়ার স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এসে ঘোষণা করেন এখানে বৈদ্যুতিক চুল্লি হবে । যেমনি বলার তেমনি কাজ ।রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের হাত ধরে এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবির অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বৈদ্যুতিক চুল্লি পেতে চলেছেন নদীয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কৃষ্ণগঞ্জের শিব নিবাসে এলাকার বাসিন্দারা। শিব নিবাস একটি ধর্মীয় তীর্থস্থান হওয়ার সুবাদে সারা বছর বহিরাগত দর্শনার্থীদের সমাগম ঘটে ওই এলাকায়। পাশাপাশি এলাকাটি ধর্মীয় স্থান হওয়ার সুবাদে শিবনিবাস এলাকায় একটি অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণের মধ্যে দিয়ে মহাশ্মশান গড়ে তোলার দাবি দীর্ঘদিন ধরেই জানিয়ে আসছিলেন এলাকাবাসীরা। গত ১৮ই আগস্ট ভারত ভুক্তি অনুষ্ঠানে যোগদান করতে এসে এলাকাবাসীদের দাবি মত শিব নিবাসে একটি বৈদ্যুতিক চুল্লি গড়ে তোলা হবে বলে আশ্বাস দেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। এরই মধ্যে এলাকার উন্নতির স্বার্থে শুকদেব ঘোষ নামের স্থানীয় ১ সহৃদয়ক ব্যক্তি বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণের জন্য স্বইচ্ছায় জমি দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এমনকি সরকারকে জমি রেজিস্ট্রি পর্যন্ত করে দেন । মূলত তারই পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার দুপুরে এলাকাবাসীদের দীর্ঘ প্রত্যাশিত বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণের কার্য শুরু করার লক্ষ্যে শিব নিবাসে পৌঁছান রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। এবং সাংবাদিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে আগামীকাল থেকেই চূর্ণি নদীর ধারে মনোরম পরিবেশে বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে আশ্বাস দেন সাংসদ। পাশাপাশি চুল্লিটি নির্মাণ হলে কৃষ্ণগঞ্জ, শিব নিবাস এলাকা ছাড়া পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকার মানুষজন শবদেহ দাহ করার ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা পাবেন বলে জানান তিনি। সাংসদের উদ্যোগে ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বৈদ্যুতিক চুল্লিটির নির্মাণ কার্য শুরু হতে চলেছে বলে স্বাভাবিকভাবেই খুশি শিব নিবাস সহ বিস্তীর্ণ এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা।

পাথর প্রতিমাতে বাঘের আতঙ্ক, পাতা হল খাঁচা

পাথরপ্রতিমা ঃ শীতে মরশুমের শুরুতেই বাঘের আতঙ্ক দক্ষিন ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমার শ্রীধর নগর গ্রামে । স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় কয়েকজন গ্রামবাসী নদীর তীরে একটি অজানা জন্তু দেখতে পায়। এক মহিলা ওই রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল সেই সময় লাইটের আলোয় হলুদ দোরাকাটা দাগ দেখতে পায় । এরপর আতঙ্কে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ঘটনাস্থলে। ওই মহিলার চিৎকার শুনে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গ্রামবাসীরা । এরপর ওই মহিলাকে উদ্ধার করে এলাকায় নিয়ে আসে। ওই মহিলা বলে যে ওই নদীর চড়ে গিয়ে দেখতে বাঘ রয়েছে। এরপর স্থানীয়রা শুক্রবার সকালে ওই নদীর চরে গিয়ে দেখতে পায় সত্যি বাঘের পায়ের ছাপ। এরপর স্থানীয়রা তড়িঘড়ি খবর দেয় বনবিভাগে । নদীর চরে বাঘ রয়েছে এই খবর মুহূর্তের মধ্যে আগুনের মতন ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। এলাকায় বাঘ রয়েছে এ কথা জানার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গ্রামবাসীরা। বনআধিকারিকেরা তড়িঘড়ি ওই এলাকায় পৌঁছায়। পায়ের ছাপ দেখে বনআধিকারিকেরা স্থানীয় গ্রামবাসীদের জঙ্গল লাগোয়া এলাকা থেকে নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়ার জন্য জানায় । এছাড়াও বনবিভাগের পক্ষ থেকে মাইকিং এর মাধ্যমে মানুষজনকে সতর্কীকরণের কাজ চালানো হয় । পাশাপাশি জঙ্গলে পাতা হয়েছে ৩ টি খাঁচা। সকাল থেকে গ্রামবাসিরা লাঠি সোটা নিয়ে এলাকা পাহারা দিচ্ছে। তবে নদীর চরের ওপর বাঘের পায়ের ছাপ দেখে বাঘের গতিবিধির জানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি বনবিভাগের পক্ষ থেকে জঙ্গল লাগোয়া এলাকা জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে । এ বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগের এর মুখ্য আধিকারিক (ডি এফ ও) মিলন কান্তি মন্ডল বলেন, নদীর চরের ওপর বাঘের পায়ের ছাপ দেখার পর গ্রামবাসীরা খবর দেয় । আধিকারিকেরা ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। বাঘটিকে ধরার জন্য জঙ্গলে পাতা হয়েছে খাঁচা। পাশাপাশি গ্রামবাসীদের সতর্কীকরণের জন্য মাইকিং করা হচ্ছে। গত বছর পাথরপ্রতিমা এলাকায় একইসঙ্গে তিনটি বাঘের দেখা মিলেছিল । স্বাভাবিকভাবে এলাকায় বাঘ ঢুকে যাওয়ার ঘটনায় আবারও আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

বন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে রাজ্য মন্ত্রীসভা থেকে অপসারণের দাবি জানিয়ে আন্দোলনে নামলো বাঁকুড়া জেলা বিজেপি

বাঁকুড়াঃ রেশন দূর্ণীতিতে অভিযুক্ত ই.ডির হাতে গ্রেফতার প্রাক্তন খাদ্য মন্ত্রী, বর্তমান বন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে রাজ্য মন্ত্রীসভা থেকে অপসারণের দাবি জানিয়ে আঃেদালনে নামলো বাঁকুড়া জেলা বিজেপি। শুক্রবার দলের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডল, ছাতনার বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ওই দাবিতে প্রাক্তন খাদ্য মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কুশপুত্তলিকায় জুতো ঝুলিয়ে বাঁকুড়া শহরে মিছিলে পথ হাঁটেন বিজেপি নেতা কর্মীরা। পরে মাচানতলা আকাশ মুক্ত মঞ্চের সামনে গিয়ে ওই কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

উষ্ণায়নই কি সমস্যা ডেঙ্গির? তার কারণ বর্ষা বিদায় নিয়েছে বঙ্গ থেকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছে হাওয়া অফিস

কলকাতা ঃ উষ্ণায়নই কি সমস্যা ডেঙ্গির? তার কারণ বর্ষা বিদায় নিয়েছে বঙ্গ থেকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছে হাওয়া অফিস। কিন্তু তারপরেও শহর কলকাতায় ডেঙ্গির প্রকোপ যেন কোনমতেই পিছু ছাড়ছে না সকলের। তারপরেও কলকাতা পুরসভার তরফে বারবার বলা হচ্ছে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ ডেঙ্গির প্রকোপ কমে গিয়েছে। দুর্গা পুজো পেরিয়ে গেলেও সেই অর্থে এখনও পর্যন্ত শহর কলকাতায় ডেঙ্গির প্রকোপ রীতিমতো চোখে পড়ার মতো রয়েছে। আর ঠিক এই জায়গা থেকেই কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ জানালেন, তাপমাত্রা যতক্ষণ না পর্যন্ত কুড়ি ডিগ্রির নিচে নামবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ডেঙ্গির প্রকোপ যেমন থাকবে পাশাপাশি মানুষের মধ্যে সচেতনতা বোধ গড়ে না উঠলে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না। তাহলে কি উষ্ণায়নই একমাত্র পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ডেঙ্গির? যেভাবে গাছপালা কেটে একদিকে বাড়ি ঘরদোর তৈরি করা হচ্ছে অন্যদিকে যানবাহনের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে শহর কলকাতা জুড়ে আর তার ফলেই ডেঙ্গির প্রকোপ বেড়েই চলেছে একথা স্বীকার করে নিলেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ।

চুঁচুড়ার খুচরো বাজারে পেঁয়াজের দাম ৮০ তে পৌঁছছে

চুঁচুড়া ঃ চুঁচুড়ার খুচরো বাজারে পেঁয়াজের দাম ৮০ তে পৌঁছছে। শুক্রবার সকালে পেঁয়াজ ও বাণিজ্যিক গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে নামল তৃণমূল। চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে কয়েকশো তৃণমূল কর্মীসমর্থক গলায় পেঁয়াজের মালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রণ করেন। ঘড়ির মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়। নেতাজি সুভাষ রোড ধরে এই মিছিল খরুয়াবাজারে সমাপ্ত হয়। মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করে বিজেপি হটাও স্লোগান তোলে তৃণমূল।

জোকায় ড্রেনেজ সিস্টেম পরিদর্শন করলেন তারক সিং

কলকাতা ঃ জানা যায় ভারত সরকারের থেকে ৫০০ কোটি টাকা ড্রেনেজ সিস্টেমের কাজের জন্য পেয়েছে কলকাতা কর্পোরেশন। কলকাতার মধ্যে ঠাকুরপুকুর অঞ্চলের যে জায়গায় জল জমে সেই জায়গায় যাতে পরবর্তী বর্ষায় জল না জমে সেই কারণেই ড্রেনেজ সিস্টেমের কাজের জন্য এই টাকা পেয়েছে কর্পোরেশন। আজ জোকা ছোট কাছারি এবং ঠাকুরপুকুর মহেশতলা ব্লকের আশুতির সোনামুখীতে পরিদর্শন করেন তারক সিং। ছিলেন ১৬ নম্বর বোরোর চেয়ারম্যান সহ ঠাকুরপুকুর মহেশতলা ব্লকের সভাপতি সহ কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়াররা।

ঘরবাড়ি ছাড়া নেতাকর্মীরা, বিএনপি বলছে দেশজুড়ে 'ক্র্যাকডাউন' চলছে

মিয়ানমার ভেঙ্গে যেতে পারে, সতর্ক করলেন প্রেসিডেন্ট

নেপিদো (এজেন্সী) ঃ মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকারের প্রেসিডেন্ট সতর্ক করে বলেছেন, দেশটির শান রাজ্যে শুরু হওয়া যুদ্ধ সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে পুরো দেশই ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হবে।

২০২১ সালে সেনা অভ্যুত্থানের পর নিয়োগ পাওয়া সাবেক জেনারেল মিন্ত সোয়ে ক্ষমতাসীন সামরিক কাউন্সিলের এক জরুরী বৈঠকে বিদ্রোহীদের কয়েকটি সমন্বিত হামলার তথ্য তুলে ধরেন। ওই হামলায় সামরিক বাহিনী বড় ধরণের ক্ষতির মুখে পড়েছে বলে জানান তিনি।

শান রাজ্যের তিনটি জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠী, যাদেরকে আরো অন্য সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো সমর্থন দিয়েছে, তারা সরকারের বিরোধিতা করে আসছে।

সম্প্রতি বিদ্রোহীরা জান্তা সরকারের বেশ কয়েকটি সামরিক চৌকি, সীমান্ত পারাপার এবং রাস্তা দখল করে নিয়েছে। এই সীমান্ত পারাপার এবং রাস্তা ব্যবহার করে চীনের সাথে স্থল বাণিজ্যের বেশিরভাগ পরিচালিত হতো।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে জান্তা সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটাই তাদের জন্য সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ। প্রায় আড়াই বছরের লড়াই শেষে এখন মনে হচ্ছে যে, সামরিক বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং হয়তো তাদের এখন পরাজিত করাটাও সম্ভব।

বিদ্রোহীদের তৎপরতার জবাবে জান্তা সরকার শত শত বিমান হামলা করেছে এবং কামান থেকে গোলা ছুড়েছে। যার কারণে হাজার হাজার মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

তবে এর পরও যে ভূখণ্ডের দখল তারা হারিয়েছে তা আবার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি। উত্তরাঞ্চলীয় শান রাজ্যে এই লড়াইয়ে যে শত শত সৈন্য নিহত হয়েছে তাদের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অং কিয়াও লিউইন ও রয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকে নিহত হওয়া তিনিই সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা।

এই হামলার আরো তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি হলো, প্রথমবারের মতো শান রাজ্যে পরিচালিত সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো নিজেদেরকে এবং তাদের সামরিক অভিযানগুলোকে সরকারের বিরুদ্ধে দারুণভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছে। যাদের প্রধান লক্ষ্য হলো জান্তা সরকারকে হটিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা।

এখানে আরো বিভিন্ন বিষয় কাজ করছে। এই তিনটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরেই তাদের দখলে থাকা ভূখণ্ডের সীমা বাড়াতে চেয়েছিল।

চীন মিয়ানমার সীমান্তে তৎপরতা চালানো এসব বিদ্রোহী গোষ্ঠির উপর চীনের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু বিদ্রোহীরা যেভাবে তাদের তৎপরতা বাড়িয়েছে, তাতে চীন কোন বাধা দেয়নি।

এর কারণ হয়তো শান রাজ্য যেভাবে অনলাইন স্ক্যামিং সেন্টারের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে এবং সে বিষয়ে জান্তা সরকারের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার জন্য চীন মিয়ানমারের উপর হতাশ।

এসব স্ক্যামিং সেন্টারগুলোতে হাজার হাজার চীনের নাগরিকসহ আরো বিদেশি নাগরিকদের জোর করে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। বিদ্রোহীরা বলছে, তাদের অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে এসব সেন্টার বন্ধ করে দেয়া।

২০২১ সালে যখন সেনা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকে সামরিক বাহিনী এবং পুলিশ সহিংসভাবে দমন করেছিলে, তখন বিরোধীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দেয়া ছাড়া আসলে তাদের সামনে আর কোন উপায় নেই।

তখন অনেকেই পালিয়ে থাইল্যান্ড, চীন ও ভারত সীমান্তে জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় চলে গিয়েছিল। তাদের আশা ছিল সেখানে তারা প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র পাবেন, যা তাদের কাছে সে সময় ছিল না।

বেশ কিছু প্রভাবশালী জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী যেমন - কারেন, কাচিন, কারেন্নি এবং শিন তারা এই ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট এনইউজি এর সাথে মৈত্রী স্থাপনে সম্মত হয়। এনইউজি গঠন করেছিল মিয়ানমারের নির্বাচিত প্রশাসন যাদেরকে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাতিল করে দেয়া হয়েছিল।

তবে অনেকেই জান্তা সরকারের মিত্র হতে চায়নি। বিশেষ করে থাইল্যান্ড ও চীন সীমান্তের বিশালাকার শান রাজ্যের বিভিন্ন গোষ্ঠী।

নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের বিশ্বের সবচেয়ে বড় উৎপাদক হিসেবে পরিচিত শান রাজ্য সম্প্রতি ক্যাসিনো এবং স্ক্যাম সেন্টারের ব্যবসারও কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছে।

১৯৪৮ সালে মিয়ানমারের স্বাধীনতার পর থেকে সংঘাত আর দারিদ্রে নিষ্পেষিত এই রাজ্যটি যুদ্ধবাজ নেতা, মাদক ব্যবসায়ী বা জাতিগত বিদ্রোহীদের মধ্যে নানা সময় নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে আসছে। এসব পক্ষ কখনো পরস্পরের বিরুদ্ধে আবার কখনো সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। পরস্পর বিরোধী বড় দুটি জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠী শান এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে বলে প্রচলিত থাকলেও সম্প্রতি কয়েক বছরে চারটি ছোট জাতিগত গোষ্ঠী শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হচ্ছে ওয়া। চীন সমর্থিত এই গোষ্ঠীটির কাছে প্রায় ২০ হাজার সেনা এবং আধুনিক জটিল অস্ত্র-শস্ত্র রয়েছে।

এর পরেই আছে কোকাং, জাতিগতভাবে এরা চীনা গোষ্ঠী যাদের দীর্ঘ বিদ্রোহের ইতিহাস আছে। এরপর রয়েছে পালাউং বা টা'য়াং।

এরা পাহাড়ের উপরে অবস্থিত দুর্গম গ্রামে বাস করে। ২০০৯ সালে আত্মপ্রকাশের পর থেকে এই গোষ্ঠীটির সেনা ব্যাপকভাবে বেড়েছে।

আরো আছে রাখাইন। এরা আসলে মিয়ানমারের অপর পার্শ্বে অবস্থিত রাখাইন রাজ্য থেকে এসেছে।

কিন্তু দেশটির পূর্বাঞ্চলে তাদের বড় সংখ্যক অভিবাসী জনসংখ্যা রয়েছে যারা আরাকান আর্মি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে। বর্তমানে মিয়ানমারের সবচেয়ে শক্তিশালী সশস্ত্র গোষ্ঠী রয়েছে এদের।

১৯৮৯ সালে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সাথে একটি অস্ত্র বিরতিতে সম্মত হয়েছিল ওয়া গোষ্ঠী। যার কারণে তারা সশস্ত্র সংঘাত থেকে বিরত থেকেছে।

তারা বলছে, জান্তা এবং বিরোধীদের সংঘাতে তারা নিরপেক্ষ অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু সারা দেশে থাকা সামরিক বাহিনী বিরোধী বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো এদের কাছ থেকেই অস্ত্রের সরবরাহ পায় বলে মনে করা হয়।

অন্য তিনটি জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী হচ্ছে কোকাং এমএনডিএএ, টা'য়াং টিএনএলএ এবং আরাকান আর্মি এরা মিলে একটি যৌথ বাহিনী গঠন করেছে যার নাম দেয়া হয়েছে ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স।

সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকে তারা বিচ্ছিন্নভাবে সামরিক বাহিনীর সাথে সংঘাতে জড়িয়েছে। তবে সব সময়ই তারা নিজেদের ভূখণ্ড প্রসারিত করতেই এই সংঘাত করেছে, এনইউজি এর সমর্থনে নয়।

এই তিনটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীই মিয়ানমারের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আসা ভিন্ন মতাবলম্বীদের সফলভাবেই আশ্রয়, সামরিক প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র দিয়েছে।

কিন্তু চীনের সীমান্তের কাছে অবস্থান হওয়ার কারণে তাদেরকে চীনের উদ্বেগ নিয়েও মাথা ঘামাতে হতো যাতে করে সীমান্ত স্থিতিশীল থাকে এবং বাণিজ্য চলমান থাকে। চীন জান্তা সরকারকে কূটনৈতিক সহায়তা দিয়ে আসছে এবং এনইউজি থেকে নিজেদের দূরে রেখেছে।

চলতি বছরের জুনে চীনের চাপের মুখে ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স সামরিক বাহিনীর সাথে শান্তি আলোচনা বসতে রাজি হয়। যদিও খুব দ্রুতই সেগুলো ভেস্তে যায়। কিন্তু তারা এখনো বৃহত্তর গৃহযুদ্ধ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে রেখেছে বলেই মনে হচ্ছে।

তথাকথিত অপারেশন ১০২৭- যা অক্টোবরের ২৭ তারিখে শুরু করা হয়েছিল বলে এমন নামকরণ করা হয়েছে, সেটি এই প্রেক্ষাপট পাল্টে দিয়েছে।

তারা নাটকীয়ভাবে অগ্রসর হয়েছে। পুরো সামরিক ইউনিট কোন রকম যুদ্ধ ছাড়াই তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

অ্যালায়েন্স বলছে, তারা অন্তত ১০০ সামরিক চৌকি, চারটি শহর দখলে নিয়েছে। এদের মধ্যে চিনশয়েহায় এবং হসেনওয়ি শহরে সীমান্ত পারাপার রয়েছে যার রাস্তা মিউস পর্যন্ত চলে গেছে। এটি মিয়ানমার থেকে চীনে প্রবেশের মূল পথ।

তারা লাউকাইং শহর ঘিরে রেখেছে এবং সেনারা যাতে আবারো ফিরে আসতে না পারে তার জন্য সব সেতু ধ্বংস করেছে। লাউকাইং শহরটিতে জান্তা সরকারের মিত্র পরিবারগুলোর পরিচালিত অনেক স্ক্যাম সেন্টার রয়েছে।

লাউকাইং শহরে হাজার হাজার বিদেশি নাগরিক আটকে পড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শহরটিতে বিশৃঙ্খলা বাড়ছে। শহরটিতে ফুরিয়ে আসা সীমিত খাদ্য সরবরাহ পেতে লাইন ধরতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। সেখানে থাকা নিজেদের নাগরিকদের কাছাকাছি সীমান্ত পারাপার ব্যবহার করে ওই শহর থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে চীন।

ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স জানিয়েছে, তাদের এখন মূল লক্ষ্য হচ্ছে, এনইউজি এর মতো সামরিক সরকারকে উৎখাত করা।

এনইউজি এর স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধারা মিয়ানমারের শক্তিশালী সামরিক বাহিনী এবং বিমান বাহিনীর সাথে অসম লড়াই করে আসছে। তারা অ্যালায়েন্সের এই সফলতার প্রশংসা করেছে এবং বলেছে যে, এটি তাদের সংগ্রামের নতুন মোড় তৈরি করেছে।

এনইউজিপন্থী পিপলস ডিফেন্স ফোর্স নামের একটি বাহিনী যারা শান বিদ্রোহীদের মতো এতো বেশি অভিজ্ঞ নয় এবং যাদের কাছে খুব ভাল অস্ত্রও নেই, তারা সামরিক বাহিনীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শান রাজ্যের কাছে নিজেদের মতো করে হামলা চালিয়েছে।

এতে প্রথমবারের মতো সরকারি বাহিনীর কাছ থেকে একটি জেলার মূল শহর দখল করে নিয়েছে তারা।

ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স তাদের হামলার সময় খুব সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করেছে। লাউকাইং শহরে একটি ঘটনায় জান্তা সরকারের উপর থেকে চীন ধৈর্য হারা হওয়ার পর পরই তারা এই হামলা চালিয়েছে।

গত বছর চীন সরকার স্ক্যাম সেন্টারগুলো বন্ধ করতে সামরিক সরকারের উপর চাপ দেয়। এই সেন্টারগুলো মূলত চীনের সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এসব সেন্টারে আটক পাচার হওয়া ভুক্তভোগীদের উপর নিষ্ঠুর আচরণের চিত্র সম্প্রতি ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর বিব্রতকর অবস্থার মুখে পড়ে বেইজিং।

চীনের চাপের কারণে ওয়াসহ কয়েকটি শান গোষ্ঠী স্ক্যামে জড়িত থাকায় সন্দেহভাজনদের চীনা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। গত অগাস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চার হাজারের বেশি মানুষকে সীমান্তের ওপারে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু লাউকাইং শহরে থাকা পরিবারগুলো এই ব্যবসা বন্ধ করতে চায় না। কারণ এগুলো থেকে বছরে কয়েক বিলিয়ন ডলার আয় করে থাকে তারা।

ওই এলাকায় থাকা বিভিন্ন সূত্র বিবিসিকে জানিয়েছে, পরে গত ২০শে অক্টোবর লাউকাইং শহরে আটকে পড়া হাজার হাজার মানুষকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়, যা আসলে ব্যর্থ হয়। স্ক্যাম সেন্টারের হয়ে কাজ করা প্রহরীরা পালানোর চেষ্টা করা অনেক মানুষকে হত্যা করেছে বলে ধারণা করা হয়। এ ঘটনার পর পার্শ্ববর্তী চীনা প্রদেশের পৌর সরকার কঠোর ভাষায় এক প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি পাঠায়। যেখানে এ ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়।

ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স সুযোগ বুঝে হামলা চালায়। চীনকে শান্ত রাখতে তারা এসব স্ক্যাম সেংটার বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। চীন প্রকাশে একটি অস্ত্রবিরতির আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু অ্যালায়েন্সের মুখপাত্র বলেছে, যুদ্ধ বন্ধ করার বিষয়ে তারা চীন সরকারের সরাসরি কোন অনুরোধ পায়নি।

কিন্তু তাদের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হচ্ছে, সামরিক সরকারের পতন নিশ্চিত করতে যত বেশি সম্ভব ভূখণ্ড দখলে নেয়া। এনইউজি এর ওয়াদা মোতাবেক জান্তা সরকারকে উৎখাতের পর মিয়ানমারের নতুন ফেডারেল কাঠামোর আওতায় সমঝোতার দর কষাকষিতে এটিই তাদের একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করতে সাহায্য করবে।

টিএনএলএ দীর্ঘদিন ধরেই তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা টা'য়াং স্বশাসিত অঞ্চলের প্রসার বাড়াতে চাইছিল। সংবিধান অনুযায়ী এই অঞ্চলটি তাদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

এমএনডিএএ লাউকাইং শহর এবং পার্শ্ববর্তী সীমান্ত এলাকার নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে চায়। ২০০৯ সালে মিয়ানমারের সেনাপ্রধান অং মিং লাইংয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সামরিক অভিযানে ওই এলাকার দখল হারিয়েছিল তারা।

আর সবাই তাকিয়ে আছে আরাকান আর্মির দিকে। এতদিন পর্যন্ত তারা শান রাজ্যের সংঘাতের পক্ষে সমর্থন দিয়ে এসেছে। তারা যদি রাখাইন রাজ্যে সামরিক বাহিনীর উপর হামলা চালাতে চায়, যেখানে তাদের বাহিনীর সবচেয়ে সদস্য রয়েছে এবং যারার এরইমধ্যে বিভিন্ন শহর ও গ্রামের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তাহলে জান্তারা সেখানে বেশ বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যেই পড়বে।

টিএনএলএ এর মুখপাত্র বিবিসিকে বলেছে, তার গোষ্ঠী এখন আর সামরিক সরকারের সাথে কোন সমঝোতায় যেতে চায় না কারণ ওই সরকার বৈধ নয়।

তাদের করা যেকোন চুক্তি ভবিষ্যতে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এসে বাতিল করে দেবে। টা'য়াং, কোকাং এবং ওয়া গোষ্ঠীগুলো নতুন ফেডারেল ব্যবস্থায় তাদের নিজেদের জনগণের জন্য রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক স্বীকৃতি চায়।

এই যুদ্ধের মাধ্যমে এই গোষ্ঠীগুলো হয়তো মিয়ানমারে সামরিক শাসনের অবসানে সহায়তা করবে। কিন্তু তাদের প্রত্যাশা শান রাজ্যের অন্য গোষ্ঠীদের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট। কাজেই যারা মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ গড়ার চেষ্টা করছেন তাদের জন্য এটি অন্য অনেক ইস্যুর মধ্যে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে।

দিল্লিতে এসেছেন ব্লিঙ্কেন, বাংলাদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গ আলোচনায় আসবে?

নয়া দিল্লি ঃ ভারতের সঙ্গে আমেরিকার 'টু প্লাস টু' মন্ত্রী পর্যায়ের সংলাপে যোগ দিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন বৃহস্পতিবারই দিল্লিতে এসে পৌঁছেছেন। শুক্রবার ভারতের রাজধানীতে এই সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে।

এই বৈঠকের আগে আমেরিকা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে, 'ইন্দো-প্যাসিফিক' - অর্থাৎ ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে কীভাবে আরও 'মুক্ত, অবাধ, নিরাপদ ও সমৃদ্ধশালী' করে তোলা যায়, সংলাপের একটা বড় অংশে তা নিয়ে আলোচনা হবে। আর ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গত জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও প্রেসিডেন্ট বাইডেন ভারত-মার্কিন অংশীদারিত্বের যে 'ভবিষ্যন্মুখী রোডম্যাপে'র রূপরেখা দিয়েছেন - এই বৈঠকে দুই দেশের মন্ত্রীরা সেটাকেই আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন। দিল্লি ও ওয়াশিংটনে বিশ্লেষকরাও মনে করছেন, এই সংলাপে দুই স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার দেশ যেমন নিজেদের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ইস্যুগুলো নিয়ে কথা বলবে, তেমনি এশিয়া-প্যাসিফিকের বৃহত্তর পরিসরে সার্বিক স্ট্র্যাটেজিক ইস্যুগুলোও আলোচনায় উঠে আসবে।

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে, সেই পটভূমিতে ভারত-মার্কিন আলোচনায় বাংলাদেশ পরিস্থিতিও ছায়াপাত করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ আলোচনায় আসবে কি না, তা নিয়ে দিল্লি বা ওয়াশিংটন কারও পক্ষ থেকেই নির্দিষ্টভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারত অবশ্য বলেছে, 'আঞ্চলিক ইস্যু'গুলো নিয়ে অবশ্যই এই বৈঠকে কথাবার্তা হবে। প্রসঙ্গত, 'টু প্লাস টু'র পর দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও দুই প্রতিরক্ষামন্ত্রীও নিজেদের মধ্যে আলাদাভাবে বৈঠকে বসবেন।

তবে এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক 'ইনপুট' দিতে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা ইতিমধ্যেই দিল্লি এসে পৌঁছেছেন বলে জানতে পারা যাচ্ছে।

দিল্লিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের কূটনীতিবিদরাও যথারীতি এই বৈঠকের গতিপ্রকৃতির দিকে যথারীতি সতর্ক নজর রাখছেন।

তবে দিল্লিতে ভারতের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বিবিসিকে বলেছেন, আলোচনায় বাংলাদেশ অবশ্যই আসবে, কিন্তু সেটা মেইন কোর্সের অংশ হিসেবে নয়।

শুক্রবারের মেনুতে এটাকে সাইড ডিশ বা ডেসার্ট বলা যেতে পারে, যদিও সেটার গুরুত্ব মোটেই কম নয়!, জানাচ্ছেন তিনি।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এই মুহূর্তে এশিয়াতে একটি লম্বা সফরে রয়েছেন - যাতে তিনি মোট ছ'টি দেশে সফর করছেন। ইসরায়েল, জর্ডন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার পর তিনি সবার শেষে এসে পৌঁছেছেন ভারতে। সফরের ভারত অংশটুকুতে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিনও মি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন, যেখানে তারা দুজনে মিলেই ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে 'টু প্লাস টু' ডায়ালগে বসছেন। ভারত-মার্কিন আলোচনার এই কাঠামোটি ২০১৮ থেকে শুরু হয়েছে - আর প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলেও মনে করা হয়।

মি ব্লিঙ্কেনের এই সফরের ঠিক আগে মধ্য এশিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু ওয়াশিংটনে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ভারত-মার্কিন আলোচনার মূল ফোকাসটাই হবে

'এশিয়া-প্যাসিফিক'।

এশিয়া-প্যাসিফিক হচ্ছে একটি 'বায়ো-জিওগ্রাফিক্যাল' (জৈব-ভৌগোলিক) এলাকা, যার মধ্যে সমগ্র ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পশ্চিম ও মধ্যভাগ।

যে সাউথ চায়না সি'র (দক্ষিণ চীন সাগর) প্রায় পুরোটাই চীন নিজেদের বলে দাবি করে থাকে, সেটাকেও এই এশিয়া-প্যাসিফিকের অংশ বলেই ধরা হয়। ফলে এশিয়া-প্যাসিফিক নিয়ে যে কোনও আলোচনা চীনের প্রসঙ্গ আসবে অবধারিতভাবে, আর মি লু'ও জানিয়েছেন ওই অঞ্চলে চীনের ভূমিকা ও সক্রিয়তা নিয়ে দুই দেশেরই পরস্পরের কাছ থেকে জানার আগ্রহ থাকবে। যেমন সীমান্তে অচলাবস্থা নিয়ে নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে যে আলোচনা চলছে তাতে কতদূর কী হল, সেটা নিয়ে অবশ্যই ওয়াশিংটন জানতে চাইবে, বলেছেন তিনি।

ডোনাল্ড লু আরও বলেন, আবার আমি নিশ্চিত আমাদের ভারতীয় কাউন্টারপার্টরাও (চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী) ওয়াং ইয়ি'র মার্কিন সফর নিয়ে জানতে চাইবেন। 'অ্যাপেক' সামিটে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও প্রেসিডেন্ট শি'র মধ্যে আগামী সপ্তাহে যে দেখা হবে, সে বিষয়েও নিশ্চয় ওনারা প্রশ্ন করবেন।